ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-48 ■ 23 November, 2024 ■ আগরতলা ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রবাসী ভারতীয়রাই দেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দূত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.)।। গায়ানার জর্জটাউনে ন্যাশনাল কালচার সেন্টারে এ দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে।২০১৪-য় ভারত দশম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ছিল। মাত্র ১০ বছরেই পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় যুবরা দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমে পরিণত করেছে। দেশের এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র অনুপ্রেরণামূলক নয়, তা অন্তর্ভুক্তিমূলক।

ভারত ও গায়ানার বন্ধুত্ব জোরদার করার বার্তা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, সংস্কৃতি, ক্রিকেট ও খাবারদাবার দুই দেশকে সুদৃঢ় করে সংযুক্ত রেখেছে। নিজস্ব ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য সে দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, প্রবাসী ভারতীয়রাই ভারতের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দূত। গায়ানার উন্নয়নে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারত-গায়ানা সাংস্কৃতিক সম্পর্কে গভীরতার জন্য স্বামী অক্ষরানন্দজীর কাজের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সরস্বতী বিদ্যা নিকেতন স্কুল পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গায়ানায় ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য প্রসারলাভ করছে।এক্স হ্যান্ডেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই জেলায় পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় আবাসন প্রতিমন্ত্রী

দেশের সমবায় ও জনকল্যাণে স্বচ্ছতার সঙ্গে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহু আজ সকালে খোয়াই জেলা কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে একটি পর্য্যালোচনা বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত খোয়াই জেলার জেলাশাসক সজু ভাহিদ এ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী ও সুমিত কুমার পান্ডে, জেলার দুই মহকুমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, খোয়াই জেলার সমস্ত সরকারি দপ্তরের আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

এই পর্য্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গুলোর বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে তার খোঁজখবর নেন কেন্দ্র রাষ্ট্রমন্ত্রী। যেসমস্ত প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কাজ কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কী কী ঘাটতি রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি এই জেলায় দপ্তরের বিভিন্ন স্কিমে যেসমস্ত সুবিধাভোগীরা রয়েছে তাদের কাছে সঠিকভাবে সুবিধা পৌঁছেছে কিনা সে বিষয়েও বিস্তর আলোচনা হয়।

পরে তিনি বলেন,সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জনসাধারণের উপর নজর দিয়ে যেভাবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই রাজ্যের জনসাধারণের যে দাবিগুলি রয়েছে সরকারের কাছে সেগুলিও পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার।

হরিণের মাংস বিক্রি করতে গিয়ে আটক অটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ নভেম্বর।। দুই হাজার টাকা কেজিতে হরিণের মাংস বিক্রি করতে গিয়ে বন কর্মীদের হাতে আটক অটো চালক সুনীল দাস। তৃষ্ণা অভয়ারন্যের কর্মীরা তাকে হাতেনাতে আটক করেছেন। উদ্ধার হয় হরিণের মাংসও।

প্রসঙ্গত, হরিণ যেখানে শিকার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, সেখানে বেআইনিভাবে হরিণ শিকার করে মাংস ২০০০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। যদিও বা বনদপ্তরের আচমকা অভিযানে হরিণের মাংস আর বিক্রি করতে পারে নি চোরা শিকারিরা। মাংস সহ এক অটোচালককে গ্রেপ্তার করে বনদপ্তরের কর্মীরা।

আজ বগাফা, কাকুলিয়া রাজনগর তৃষ্ণা অভয়ারেঞ্জের বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিলোনিয়া মাইছড়া এলাকায় হরিণের মাংস বিক্রি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কালী বাজার ঝালাই চৌমুহনী এলাকায় দুই বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে এক ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কালী বাজার ঝালাই চৌমুহনী এলাকায় সিধাই থানাধীন ডি এম কলোনী এলাকার রাজেশ সরকার নামে এক যুবক আগরতলার দিক থেকে তার বাইক নিয়ে দাড়িয়ে ফোনে কথা বলছিলেন। তখন স্থানীয় এক যুবক বাইক নিয়ে কালী বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে ঝালাই চৌমুহনী এলাকায় রাজেশ সরকারের বাইকে পিছন দিক থেকে দ্রুত গতিতে এসে ধাক্কা মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ছিটকে পড়ে দুইজনই। এতে বাইক চালক আহত হয় এবং সে তার বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। অপর বাইকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। জানা যায় এপাচি বাইক চালক এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিশালগড় থানা ঘেরাও এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। শুক্রবার বিকেলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের(এবিভিপি) জেলা সংযোজক শুভজিৎ রায় সহ বিশালগড় নগর শাখার সম্পাদক তমাল ভৌমিকের উপর আক্রমণকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিশালগড় থানা ঘেরাও করলো এবিভিপির ছাত্রছাত্রীরা।

এদিন, বিশালগড় থানার মূল ফটকের সামনে বসে থানা থেকে গাড়ি বের হতে দেয়নি ছাত্রছাত্রীরা। দ্রুত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করার দাবিতেই থানা ঘেরাও করে তারা। এদিকে পুলিশ প্রশাসনকে নিজের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে গাফিলতির করার জন্য ধিক্কার জানিয়ে, বর্তমান শাসনাধীন বিজেপি সরকারকে গদি ছাড়ার হুশিয়ারি দেয় ছাত্রছাত্রীরা। থানা ঘেরাও করার বিষয়টি নিয়ে বিশালগড় থানা চত্বর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিনিধি দল বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন কে দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করার জন্য দুদিনের সময়সীমা বেঁধে দেন। এখন পুলিশ এই বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেবে সেদিকে চেয়ে আছেন সবাই।

দুইশো পরিবারের মানুষের ব্যবহৃত রাস্তা কেটে নেওয়ার অভিযোগ চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রায় দুইশো পরিবারের মানুষের যাতায়াতে ব্যবহৃত একমাত্র রাস্তা কেটে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল হীরাছড়া চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে। রাস্তা ছোট হয়ে হওয়ায় যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষের।

ঘটনাটি কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীন্থ হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকার।গ্রামের সাধারণ জনগণের ছোট রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ছোটো বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে, রাস্তা কেটে দেওয়ায় ফলে গ্রামে প্রয়োজন ছোট বা বড় কোনো ধরনের গাড়িও প্রবেশ করতে পারছে না। এই নিয়ে গোটা গ্রামে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের চার নং ওয়ার্ডের উরাং কলোনির একশো শতাংশ গ্রামবাসীই উরাং সম্প্রদায়ের।এরা সকলেই চা বাগান শ্রমিক। উরাং কলোনির পাশে থাকা হীরাছড়া চা বাগানের কাজ করার মধ্য দিয়ে এদের পরিবার চলে। এদের যাতায়াতের জন্য গ্রামে একটি মাত্র ইটসলিং রাস্তা ছিল, যা আট ফুট প্রশস্ত থাকায় চলাফেরা করতে সুবিধা হত।

গ্রামবাসীরা জানান, বিগত কয়েক মাস পূর্বে স্থানীয় হীরাছড়া চা বাগানের মালিক নিজের সুবিধার জন্য গ্রামের কাউকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ড্রেনকে বড় করতে রাস্তাটিকে ড্রজার দিয়ে কেটে দুই ফুট করে দিয়েছেন। এতে গ্রামের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিলে বাগান মালিক উরাং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশের দায়ে ১২ জন বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশিরা রাজ্যে প্রবেশ করে নিচ্ছে। আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে জিআরপি। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে প্রবেশ করছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। আজ সাত সকালে বিএসএফ এবং জিআরপি পুলিশের হাতে আটক ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিক। যারা সকলেই বাংলাদেশের উত্তর জালিয়াপাড়া কক্সবাজার এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পুলিশের কাছে খবর আসে গোমতী জেলার করবুক অথবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টেডিয়াম নির্মানের কাজ অসমাপ্ত কুমারঘাটে খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। দীর্ঘ দিন ধরে কুমারঘাটে খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। এই নিয়ে কুমারঘাটের খেলোয়াড়দের মনে তীব্র ক্ষোভ।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দিন ধরে কুমারঘাটে খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য স্টেডিয়াম নির্মাণ করার দাবি উঠে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে কুমারঘাটে খেলাধুলার জন্য কোন খেলার মাঠ নেই। পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা খেলার জন্য স্কুল থেকে একটু দূরে একটি ছোট খেলার মাঠ ছিল। একসময় এই মাঠেই খেলাধুলা হত। গত দশ বছর ধরে এই খেলার মাঠ বেদখল হয়ে গেছে। বিভি ন্ন পূজার আয়োজন করা হয় এবং আনন্দমেলার আসর বসানো হয়। ফলে এই মাঠে ক্রীড়া চর্চা বর্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে কুমারঘাট ব্লক সংলগ্ন এলাকায় একটি মাঠ ছিল। কিন্তু সেই মাঠে বর্তমানে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের একটি মাঠ রয়েছে। আকারে ছোট হলেও এই মাঠেই এখন খেলা ধুলা হচ্ছে। এই মাঠটিকে স্টেডিয়ামে উন্নীত করার জন্য গত কুড়ি বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছিল। বিজেপি সরকার আসার পূর্বে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে কুমারঘাট পূর্ত দফতরের এই মাঠটিকে স্টেডিয়ামে উন্নীত করা হবে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে প্রায় সাত বছর হয়ে গেল। কিন্তু স্টেডি য়াম নির্মাণের কাজ অথৈ জলে। স্টেডিয়াম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা সাব্রুম ও ধর্মনগর রুটে স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। আগরতলা -সাব্রুম-আগরতলা এবং আগরতলা -ধর্মনগর - আগরতলা রুটে স্পেশাল ট্রেন চালু হয়েছে। ওই রুটে আগামীকাল এবং ২৪ নভেম্বর দুটি স্পেশাল ট্রেন চলাচল করবে। আজ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল এবং ২৪ নভেম্বর ০৭৬১৩/০৭৬১৪ নম্বরের আগরতলা-সাব্রুম-আগরতলা রুটে স্পেশাল ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই ট্রেনটি সেকেরকোট, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, উদয়পুর, গর্জি, শান্তিরবাজার, বিলোনিয়া, জোলাইবাড়ি, মনু বাজারে থামবে। তেমনি, ০৭৬১১/০৭৬১২ নম্বরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিগত সরকারের আমলে পূর্বাশা অনুন্নত অবস্থায় ছিল ঃ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। বিগত সরকারের আমলে পূর্বাশা অনুন্নত অবস্থায় ছিল। পূর্বাশা এলাকায় সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ত্রিপুরায় ঐতিহ্যবাহী শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করছে। আজ জনজাতি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন পূর্বাশা চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে শুক্রবার আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে জনজাতি দিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাশা চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন।

বিধায়ক কিশোর বর্মন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বহিরাজ্য সহ রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বাঁশবেতের তৈরি জিনিসপত্রের স্টল খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যের রেল স্টেশন এবং বিমান বন্দরেও পূর্বাশার শিল্পীদের তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে দোকান শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারের দাম কমানোর দাবি জানালেন কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সরকারের কাছে সারের দাম কমানোর দাবি জানালো কৃষকরা। ঘটনাটি চড়িলাম ব্লকের উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরা মুড়া এলাকায় শুক্রবার সকালে।

চড়িলাম ব্লকের উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরা মুড়া এলাকায় কৃষকদের রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পাতা সবজির ক্ষেত এবং ধানি জমির ক্ষেত। বলতে গেলে পাতা সবজির জন্য বিখ্যাত এই ফকিরা মুড়া এলাকা। কিছুদিন পূর্বের বিধ্বংসী বন্যা এবং শিলাবৃষ্টিতে এই এলাকার কৃষকদের সমস্ত পাতা সবজি এবং ধানি জমি নষ্ট হয়ে যায়। ভীষণভাবে চিন্তিত এই এলাকার কৃষকরা কি করে তারা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। ধার দেনা করে পাতা সব্জি এবং ধানি জমি চাষ করেছিল।

সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় বন্যায় এবং শিলাবৃষ্টিতে। তারপরেও কৃষকরা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাশে নেই সরকার। কৃষকদের অভিযোগ এগ্রিকালচার অফিস থেকে সার কিনতে গেলে অনেক দাম। অথচ খোলা বাজারে সারের দাম এগ্রিকালচার থেকে কম। তাহলে সরকার কিভাবে সাহায্য করছে কৃষকদের কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমরাত্তত্তঠিক এভাবেই ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলেন কৃষক ফারুক মিয়া কৃষক বাহাদুর মিহা সহ আরো অনেকে। তারা আরো বলেন সরকার রেশনে ভর্তুকির মাধ্যমে বিভিন্ন সামগ্রী দিচ্ছে। যার ফলে মানুষ খোলা বাজারে না গিয়ে রেশনে যাচ্ছে। আর কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরে বইছে উল্টো স্রোত। হিসেবে কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নমো যুবযাত্রা পৌঁছাল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। রাজ্যের যুব সমাজের মধ্যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা নির্মাণের বার্তা পৌঁছে দিতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ উদ্যোগে নমে যুবা বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এই বাইক র্যালিটি সাব্রুমের মৈত্রী সেতুর সামনে থেকে শুরু হয়ে আজ আগরতলায় এসে পৌঁছায়। এই বাইক র্যালিটি ৭ দিন পর ধর্মনগর গিয়ে শেষ হবে।

এদিন বিধায়ক তথা যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন, রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রদেশ যুব মোর্চার একমাত্র লক্ষ্য। এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং যুব মোর্চার সকল ভাইদের অনেক অনেক শুভকামনা জানালেন তিনি।

এদিকে, নমো যুবযাত্রা দক্ষিণ জেলার মৈত্রী সেতু থেকে শুরু হয়ে সিপাহীজেলার বিভিন্ন দিক পরিক্রমা করে পৌঁছলো শুক্রবার সকালবেলায় কমলাসাগর বিধানসভায়।

কমলা সাগর বিধানসভায় যুব যাত্রাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিদায়িকা অন্তরা সরকার দেবড, কমলা সাগর মন্ডল সভাপতি চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, যুব মোর্চা সম্পাদক বিকাশ সাহা, সহ বিজেপির সকল কার্য্যকর্তাগণ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু এক বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। নিজ বাড়ির জলে ট্যাংকিতে পড়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। তাঁর মৃত্যুতে আড়ালিয়া লোকনাথ পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।মেয়ের স্বামী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখেন বৃদ্ধ অজিত বরণ দাস(৬৫) ট্যাঙ্কিতে পড়ে আছেন। ছেলে অভিজিৎ দাস তার বাবাকে উপরে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। এদিকে, পরিবারের সদস্যরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শিক্ষককে মারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানালো স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ খোয়াই জেলার কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষক বিপুল বিশ্বাসকে অর্ধনগ্ন করে মারধর করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

খোয়াই জেলার কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মা বাবা তুলে গালিগালাজ করার অভিযোগে ১৫ ই নভেম্বর কম্পিউটার শিক্ষক বিপুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ইং
৭ অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বাড়িতেছে

বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতনের মাত্রা বাড়িতেছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের ১০০ দিন। প্রকাশ্যে আসিয়াছে সরকারের রিপোর্ট কার্ড।বাংলাদেশে অত্যাচার এবং হিংসার শিকার সংখ্যালঘু তথা হিন্দুরা। ট্রাম্পের গোয়েন্দা প্রধান থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বার বার তাহাদের গলায় শোনা গিয়াছে উদ্বেগের সুর। যদিও এই অভিযোগকে আমল দিতে নারাজ বাংলাদেশের সেনা সমর্থনে গঠিত অন্তবর্তী সরকারের প্রধান মুহম্মদ ইউনুস।রিপোর্ট বলিতেছে বাংলাদেশে 'ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী' সম্প্রদায়ের মানুষ বার বার হিংসার শিকার হইয়াছেন ইউনুস সরকারের ভুলের কারণে।বার্লিন ভিত্তিক নাগরিক সমাজ সংস্থার বাংলাদেশ শাখা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' বা 'টিআইবি'-এর সেই রিপোর্ট অনুসারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৫ আগস্ট পালাইতে বাধ্য করিবার পর, যাহারা সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁহারা সকলেই কম-বেশি হিংসার শিকার হইয়াছেন। আইন শৃঙ্খলা' কলমের অধীন সেই রিপোর্টে 'আইক্য পরিষদ'-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া জানানো হইয়াছে যে ৫-২০ অগস্টের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটিয়াছে প্রায় ২,০১০টি। সেই সব ঘটনায় মাত্র ১৬ দিনে নয় জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। আইন পরিষদ হইল বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একটি মানবাধিকার সংগঠন।টিআইবির সেই প্রতিবেদনে আরও বলা হইয়াছে যে 'বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব বাড়িয়াছে। অক্টোবরে দুর্গাপুজোর সময় নিরাপত্তা উদ্বেগ তাহার প্রমাণ'। প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পরেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়, বার বার 'টার্গেট' হইয়া উঠিয়াছে কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে। ফলে উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগের মধ্যেই পালন করিতে হইয়াছে দুর্গাপুজো।

চট্টগ্রামে, এক হিন্দু সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য ১৮ জন হিন্দুর বিরুদ্ধে গেরুয়া ওড়ানোর অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হইয়াছে। ১৮ নভেম্বরের সেই প্রতিবেদন অনুসারে প্রথম ১০০ দিনের এই সব হিংসার ঘটনার জন্য মুহাম্মদ ইউনুসকে দায়ী করা

হইয়াছে। এমনকি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় ঠিক করিয়া তদন্ত করা হয়নি বলিয়াও দাবি করা হইয়াছে।রিপোর্ট অনুসারে, কম পক্ষে ২২টি জায়গায় বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হামলার কারণে বাতিল হইয়া গিয়াছে। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে প্রদর্শনী বা মেলাতেও। হামলা হইয়াছে আর্ট আকাদেমিতে।বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরেই প্রথম তিন দিনে হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর অন্তত ২০৫টি হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার মধ্যে ৫জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পুজো উদযাপন পরিষদ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসকে এই বিষয়ে একটি খোলা চিঠিও দিয়াছেল। হাজার হাজার হিন্দু সুরক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামিয়াছে।ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হিন্দুদের উপর হামলার সমালোচনা করিয়াছেন এবং সুরক্ষার বিষয়টির উপরে নজর দেন। যদিও মুহাম্মদ ইউনুস এই সব অভিযোগ খানিকটা অস্বীকার করিলেও বলেন বিষয়টিকে 'অতিরঞ্জিত' করা হইতেছে। তবে সত্যিটা কী 'অতিরঞ্জিত' নাকি 'রুঢ় বাস্তব' কোনটা? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে!

শুক্রেও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানীর একাধিক এলাকা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): বিগত কয়েকদিন ধরে রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগতমান খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। শুক্রবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

দূষণে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসী। এমতাবস্থায় শুক্রবার সকালে জাতীয় রাজধানীতে বায়ুদূষণ মাত্রার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। বরং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু জায়গার বাতাসকে "খুব খারাপ" পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চল। ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ, বিকাজি কামা প্লেস, লোধি রোড-সহ একাধিক এলাকা ধোঁয়াশার পুরু চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিল্লিবাসীরা।

শুক্রবারও কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে ভেসে বেড়াতে দেখা গেল বিষাক্ত সাদা ফেনা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। যেন মেঘ নেমে এসেছে যমুনায়! শুক্রবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিও-য় দেখা গেল এমনই দৃশ্য।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শুক্রবার সকালেও হেরফের হলো না যমুনার "বিষাক্ত" জলের পরিস্থিতির। যা রীতিমতো চিন্তাজনক।

শ্যামাপ্রদাস মুখার্জীর স্বপ্ন অধরা

হরলাল দেবনাথ

দেশ ভাগের পর পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে আগন্তুক হিন্দু বাঙালি, পাঞ্জাবীদের মতো একস্থানে একত্রে পুনর্বাসন না পাওয়ার কারণে আজ বাঙালি নেতৃত্ব পাঞ্জাবী নেতৃত্বের মতো ক্ষমতার জোর দেখাতে পারছেনা। যে কারণে আজ বাঙালি মার খেয়েও মারের উপর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেনা। তাছাড়া উপজাতি উন্নয়নের নামে বাঙালি স্বার্থ বিরোধী আইন পাশ হয়, বাঙালি প্রতিনিধি বিধানসভা ও পার্লামেন্ট ভবনে সেই আইনের প্রতিবাদ করতে পারে না। স্বাধীনতার ৭৬ বছর পর আজও বাঙালি পিতৃহারা অসহায় সন্তানের মতো নেতৃত্ব হারা বাঙালি রাজনীতিতে চাওয়া পাওয়ার জন্য ভিক্ষুকের ভূমিকা পাল করে। সেদিন চাকলা রুশনা বাদের বাঙালির করের টাকা দিয়ে যেখানে গড়ে উঠেছে আগরতলার রাজবাড়ি ও রাজার বিভিন্ন কারুকার্য সেখানে আজ বিভিন্ন ভাষা ভাষির উপজাতি জনগোষ্ঠী সেই বাঙালি বংশদরদের উপর বিদেশি ও বহিরাগত বলে আক্রমণ করে। স্বাধীন ভারতে নেহেরু মন্ত্রি সভার শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একস্থানে একত্রে বাঙালিদের পুনর্বাসন আদায়ের জন্য প্রথম আবেদন, নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু নেহেরুর পাষান মন বাঙালির প্রতি দরদ হলো না। শেষ পর্যন্ত নেহেরু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিল্প মন্ত্রীর শুরু হয় প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা, এমন সময় কাশ্মীরে শুরু হয় মুসলমানদের আদালা স্বার্থে এক তরফা মুসলীম পূজারী নেহেরুর ৩৭০ ধারা আইনের চক্রান্ত। এর প্রতিবাদে শ্রীমুখার্জী কাশ্মীর গিয়েছিলেন এবং এক দেশ, এক বিধান, এক নিশান বলে স্লোগান তুলেছিলেন বলে বিনাদোষে বিনা বিচারে কাশ্মীর জেলে বন্দি হয়ে ছিলেন। কিছুদিন পর জেল থেকে বেরিয়ে আসে মৃত্যুর দুঃসংবাদ, এই মৃত্যুর পেছনে নেহেরুর হাত রয়েছে বলে দেশবাসীর সন্দেহ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অকাল মৃত্যুর পর নেহেরু একদিকে প্রকিবাদী কণ্ঠের হাত থেকে যেমন মুক্তি পেয়েছেন, তেমনি অন্য দিকে বাঙালিকে বিভিন্ন স্থানে নামে মাত্র কিছু পুনর্বাস,ন দিয়ে দায়িত্ব থেকে খালাস পেয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে শ্যামাপ্রসাজ মুখার্জী যেখানে বাঙালি জাতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নেহেরুর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে শিল্প মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে, নেহেরু মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। সেই দলের উত্তরসূরী বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি অথবা বিজেপি নামে পরিচিত। এখন কথা হচ্ছে বিজেপি কর্মকর্তা বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলে বাঙালি ভোটে তৈরি প্রতিনিধিগণ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্বপ্ন সফলের উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালি ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চাকে রক্ষা করুন। হিন্দুস্থানে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা হলেও হিন্দু বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ কোন দিন হিন্দু বাঙালিদের অনুকূলে ছিলেনা। এক্ষেত্রে বাঙালি নেতৃত্বের চেতনা থাকতে হবে।

ভারতের প্রথম মহিলা বিস্ময়কর গণিতপ্রতিভা শকুন্তলা দেবী

বিমলকুমার শীট

ভারতে গণিতবিদ্যার চর্চা সেই খ্রিস্ট পূর্বকাল থেকে চলে আসছে। ভারতের বাইরে মিশর, ব্যবিলন, মেসোপটেমিয়া, চিন প্রভৃতি - দেশে প্রাচীনকাল থেকে গণিতের অনুশীল ছিল বলে জানতে পারা যায়। ভারতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্কর, বরাহমিহির প্রভৃতি পণ্ডিতদের গণিতবিদ্যা চর্চায় যথেষ্ট অবদান ছিল। মধ্যযুগে ইসলামী শাসনে পূর্বের মতো গণিত চর্চা হয়নি। ইংরেজ শাসনে গণিত চর্চা বন্ধ হয়নি। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল মূলত নেটিভ প্রশাসক তৈরি করা। ভারতীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটানো তাঁদের। উদ্দেশ্য ছিল না। এই পরিস্থিতিতেও অসামান্য প্রতিভাবান স্বশিক্ষিত বিস্ময়কর গণিতপ্রতিভা শ্রীনিবাস রামানুজনের - (১৮৮৭-১৯২০) উত্থান ঘটে ছিল। তেমনি শকুন্তলা দেবী (১৯২৯-২০১৩) ছিলেন এই - সময়কালে অন্যতম বিস্ময়কর মহিলা গণিতপ্রতিভা। ভারত এবং বিশ্বে তিনি ন 'মানব কম্পিউটার' নামে খ্যাত। কিন্তু। শকুন্তলা দেবীর এই উপাধি পছন্দ হয় নি।। তিনি বলেছিলেন যে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি এ এবং উভয়ের তুলনা করা উচিত নয়। তিনি - ক্যালকুলেটর, কলম বা কাগজের উপর নির্ভর না করে জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দিতেন। শকুন্তলা দেবী ১৯২৯ সালে ৪ নভেম্বর কর্ণাটক রাজ্যে ব্যাঙ্গালোরে এক কন্নড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা। সুন্দররাজা রাও। তিনি একটি সার্কাসে এ ট্যাপিজ শিল্পী এবং জাদুকর হিসাবে কাজ করতেন। শকুন্তলার বয়স যখন তিন বছর তখন তাঁর পিতা তাঁকে কার্ডের কৌশল শেখানোর সময় তাঁর মধ্যে সংখ্যা মুখস্ত করার ক্ষমতা আবিষ্কার করে ছিলেন। তাই সুন্দররাজা রাও সার্কাস বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে রোড শো-তে নিয়ে যান। এখানেই শকুন্তলা দেবী তার গণনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গাণিতিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

১৯৪৪ সালে শকুন্তলা দেবী লন্ডনে চলে যান। তিনি তার গাণিতিক প্রতিভা প্রদর্শন করে আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫০ সাল জুড়ে তিনি ইউরোপ সফর করেন। পরে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যান। ১৯৮৮ সালে শকুন্তলা দেবী যখন যুক্তরাষ্ট্রের সফর করেন তখন ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আর্থার জেনসেন তার দক্ষতা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন এবং তিনি বড় সংখ্যা গণনা সহ বেশ কয়েকটি কাজে তার কর্মদক্ষতা পরীক্ষা করেন। শকুন্তলা দেবীর কাছে উপস্থাপিত সমস্যার উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ৬১, ৬২৯,৮৭৫এর ঘনমূল এবং ১৭০, ৮৫৯,৩৭৫এর সপ্তমমূল গণনা করা। এ প্রসঙ্গে জেনসেন রিপোর্ট করেছেন যে তিনি তাঁর নোটবুকে সেগুলি কপি করার আগে শকুন্তলা দেবী উপরে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন যথাক্রমে ৩৯৫ এবং ১৫। ১৯৯০ সালে জেনসেন একাডেমিক জার্নাল ইন্টেলিজেন্সে তাঁর ফলাফল প্রকাশ করেন। শকুন্তলা দেবীর প্রতিভার বিস্ময় আরও রয়েছে। ১৯৭৭ সালে সাউদার্ন মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটিতে, তিনি একটি ২০১ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার ২৩তম বর্গমূল ৫০ সেকেন্ডে গণনা করেছিলেন। তার উত্তর ছিল ৫৪৬,৩৭২,৮৯১। এই উত্তরের জন্য ইউএস ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ড UNIVAC ১১০১ কম্পিউটার ব্যবহার করে ছিল। এতে বড় গণনা সম্পাদন করার জন্য একটি বিশেষ প্রোগ্রাম লিখতে হয়েছিল। আর সঠিক উত্তর তৈরি করতে UNIVAC কম্পিউটারের ৬২ সেকেন্ড সময় লেগেছে। ১৮ই জুন, ১৯৮০ সালে ইম্পেরিয়াল কলেজ লণ্ডনে তিনি দুটি জটিল ১৩ সংখ্যার যেমন ৭,৬৮৬,৩৬৯,৭৭৪,৮৭০ ২,৪৬৫,০৯৯,৭৪৫,৭৭৯ এর গুণন প্রদর্শন করেন। এই সংখ্যাগুলি এলোমেলো ভাবে দেওয়া হয়েছিল, এবং শকুন্তলা দেবী মাত্র ২৮ সেকেন্ডে ১৮,৯৪৭, ৬৬৮,১৭৭,৯৯৫,৪২৬,৪৬২,৭৭ ৩,৭৩০ হিসাবে সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। এটি তার পার্থিব খ্যাতি এনে দিয়েছে। সংখ্যা গননার জন্য তিনি কখনো কোনো কাগজ ব্যবহার করেননি। এই ঘটনাটি ১৯৮২ সালের গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে রেকর্ড করা হয়েছিল। লেখক স্টিভেন স্মিথ মন্তব্য করেছেন, 'ফলাফলটি পূর্বে রিপোর্ট করা যে কোনো কিছুর থেকে এত বেশি উচ্চতর যে এটি শুধুমাত্র অবিশ্বাস্য হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে'। শকুন্তলা দেবী তাঁর The Figuring The Joy of Numbers বইটি ১৯৭৭ সালে প্রকাশ করেন। এতে মানবিক গণনা করার জন্য অনেক পদ্ধতি ব্যবহৃত করা হয়েছে। ওই বৎসর তিনি The World of Homosexuals নামক গ্রন্থটিও লিখেছিলেন। এটি ভারতে সমকামিতার প্রথম প্রকাশিত একাডেমিক গবেষণা। এরজন্য তিনি সমালোচিত হন। শকুন্তলা দেবী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন যে বিষয়টিতে তার আগ্রহের কারণ ছিল একজন সমকামী পুরুষের সাথে তার বিবাহ এবং এটি বোঝার জন্য তার সমকামিতাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ইচ্ছা। ১৯৬০ দশকে শকুন্তলা দেবী ভারতে ফিরে আসেন এবং কলকাতায় একজন আই এ এস অফিসার পরিতোষ ব্যানার্জিকে বিয়ে করেন। তার একমাত্র মেয়ে অনুপমা। পরে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে তার স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

শকুন্তলা দেবী কিন্তু রাজনীতিকে এড়িয়ে চলেননি। মুম্বাই দক্ষিণ এবং অধুনা তেলেঙ্গানার মেদক থেকে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মেদক কেন্দ্রে তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেছিলেন যে তিনি 'মিসেস গান্ধীর দ্বারা বোকা বানানো থেকে মেদকের জনগণকে রক্ষা করতে' চেয়েছিলেন। এই নির্বাচনে তিনি ১.৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ১৯৮০এর দশকের প্রথম দিকে শকুন্তলা দেবী ব্যাঙ্গালোরে ফিরে আসেন। কেবলমাত্র মানব ক্যালকুলেটর হিসাবে নয় শকুন্তলা দেবীর প্রতিভার অন্য দিকও ছিল। তিনি ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য লেখক ও জ্যোতিষী। রান্নার বই, উপন্যাস সহ বেশ কয়কটি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। শকুন্তলা দেবী প্রথমে লিখতে শুরু করেছিলেন ছোটগল্প এবং খুনের রহস্য দিয়ে। সঙ্গীতের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। ২১ এপ্রিল ২০১৩ সালে ৮৩ বছর বয়সে গণিতবিদ শকুন্তলা দেবী প্রয়াত হন। ৪ নভেম্বর ২০১৩এ, শকুন্তলা দেবীকে তার

৮৪তম জন্মদিনে Goole ডুডল দিয়ে সম্মানিত করে ছিল। ২০১৯ সালের মে মাসে শকুন্তলা দেবীর জীবনের উপর একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। চলচ্চিত্রটির নাম শকুন্তলা দেবী, প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। গণিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব থাকা স্বত্বেও শকুন্তলা দেবীর সহজাত সংখ্যাগত প্রতিভা ঐতিহ্যগত একাডেমিক কাঠামো থেকে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। গণিতে জটিল সংখ্যা গণনা করার জন্য শকুন্তলা দেবীর সবচেয়ে বড় অবদান তাঁকে বিশ্ব জুড়ে অনেক অনন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। তিনি ছাত্রদের সামনে তাঁর গানিতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তরুণ মনকে গণিতের সৌন্দর্য এবং সরলতা আবিষ্কার করতে অনুপ্রানিত করেন। প্রধানত পুরুষশাসিত সমাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গের বাঁধাধরা নিয়মগুলি ভেঙ্গে, শকুন্তলা দেবী গণিতে মহিলাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ তৈরি করেছিলেন। শকুন্তলা দেবীর উত্তরাধিকার মানুষের মনের সীমাহীণ ক্ষমতার প্রতীক এবং গণিতের জগতে এক পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশের উৎপত্তির ইতিকথা

ঢাকায় ঢুকছেন মুক্তিযোদ্ধারা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিকথা নিয়ে জাতীয় অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের লেখা আকরগ্রন্থ জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স। গ্রন্থটিতে যুদ্ধদিনের কথা নয়; বরং যুদ্ধ শুরুর পেছনের গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে, যা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে জানা যায়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অসারতা ও অযৌক্তিকতার পক্ষে নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত হয়, যা ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের ভাঙন নিশ্চিত করে। লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, দুই প্রান্তের জন্য দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব, ছয় দফা ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, সত্তরের নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতিএসব বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

ঝরঝরে ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থটির মুখবন্ধের শুরু 'দিস ইজ আ স্টোরি অব দ্য জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স' বাক্যটি দিয়ে। একটি গবেষণাগ্রন্থের সূচনায় 'স্টোরি' কথাটি উল্লেখ করায় সাধারণ পাঠক বইটিকে দূরে সরিয়ে দেবে না। 'স্টোরি টেলিং' বা গল্প বলার মাধ্যমে গবেষণা উপস্থাপিত হওয়ায় পাঠকের নিকট তা সুখপাঠ্যই মনে হবে। ভূমিকার শুরুতে লেখক বলছেন, বিশ শতকের মাঝামাঝিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য ছিল। গল্পের শুরু ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগ দিয়ে, যা ছিল অনেকটা ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির পূর্বাভাস। সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত অধ্যায় এই বঙ্গভঙ্গ। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বৃহত্তর বাংলা নিয়ে সাম্প্রদায়িক সীমারেখা অঙ্কনের আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি হিন্দু ও ব্রিটিশরাজের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ, যা থেকে বোঝা যায়, এই বিভক্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় নয়; বরং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। উপরন্তু ইংরেজ-প্রণীত 'ভাগ করো, শাসন করো'-এর বীজও বোনা হয় এ সময়ে। বঙ্গভঙ্গ---পরবর্তী সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার কারণে ক্রমে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক অনুশাসন, নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি পৃথক আবাসভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। আর ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে তার প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌগোলিক ভিত্তি রচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক এ কে ফজলুল হকের উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের বিপরীতে ১৯৪৬ সালের দিল্লি সংশোধনীতে হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত দুটি পৃথক ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হয়। একটিমাত্র 'এস'—এর (two sovereign states one sovereign state) জন্য বাংলাদেশের জন্মক্ষণ সিকি শতাব্দী পিছিয়ে যায়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান যে কোনোভাবেই একীভূত হতে পারেনি, তার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত উত্তর --- পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান --- অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে পাকিস্তান নামটি গৃহীত হয়েছিল, যা অনেকেরই জানা। কিন্তু ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশ পূর্ব বাংলায় বসবাস করা সত্ত্বেও বাংলা নামের আদ্যাক্ষর নবগঠিত রাষ্ট্রে সংযোজিত হয়নি, যা থেকে পাকিস্তানে বাংলার অন্তর্ভুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়।

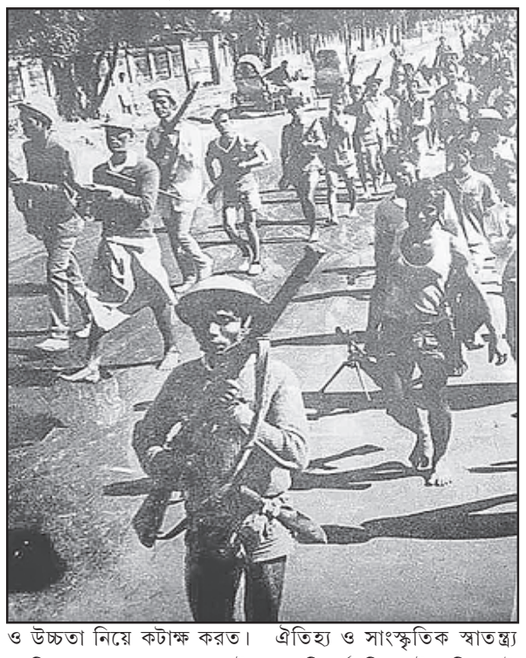

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, সেখানেও বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দুই জনগোষ্ঠীকে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একসুতায় গাঁথার পরিকল্পনাটি ছিল অসম্ভব ও অবাস্তব। এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমর্থন ছিল না, যাঁদের মধ্যে জেনারেল নিয়াজি ও আইয়ুব খানও ছিলেন। অথচ সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেই অবাস্তব রাষ্ট্রটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁরা কাজ করেছেন, দমন-পীড়ন করেছেন।

এসব কম জানা তথ্য এবং ব্যাখ্যার পাশাপাশি এই বইয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে জানা কিছু প্রসঙ্গ; যেমন পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, সামরিক কর্তা, আমলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মকে আদর্শগত ভিত্তি ধরে নিয়ে রাষ্ট্রের দুই বিচ্ছিন্ন অংশকে এক রাখতে সক্ষম বলে মনে করলেও বাঙালি মুসলমানদের তাঁরা প্রকৃত মুসলমান বলে স্বীকার করতেন না; 'হাফ মুসলিম', এমনকি 'কাফির' বলতেও দ্বিধা করতেন না। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও বাঙালিদের নিচু জাতের মনে করত। তারা বাঙালিদের গাত্রবর্ণ ও উচ্চতা নিয়ে কটাক্ষ করত। পাকিস্তান আমলের সেই অসম্মানের যন্ত্রণাই পূর্ব বাংলার মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল, যা ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার সঞ্চার করে। এরপর ভাষার প্রশ্নে বিরোধ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নিগ্রহসর্বোপরি অর্থনৈতিক বৈষম্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙন সম্পূর্ণ করে।

বস্তুত, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আত্মপ্রকাশ করে একটি ভঙ্গুর অস্তিত্বের সাক্ষ্য নিয়ে। একটি রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচয়, জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য। কিন্তু এই কৃত্রিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এসব অপরিহার্যা তার বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়। ভাষা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, এমনকি সময় ও বর্ষপঞ্জিতেও বৈসাদৃশ্য নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠিত হতে পারে না এটাই ইতিহাসের পরম সত্য। উপরন্তু মানুষের অধিকার হরণ করে নির্য্যাতন চালিয়ে কোনো শাসনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নাইতিহাসের এই সত্যই প্রতিভাত হয়েছে একাত্তরে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আসন্ন শীতকালের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

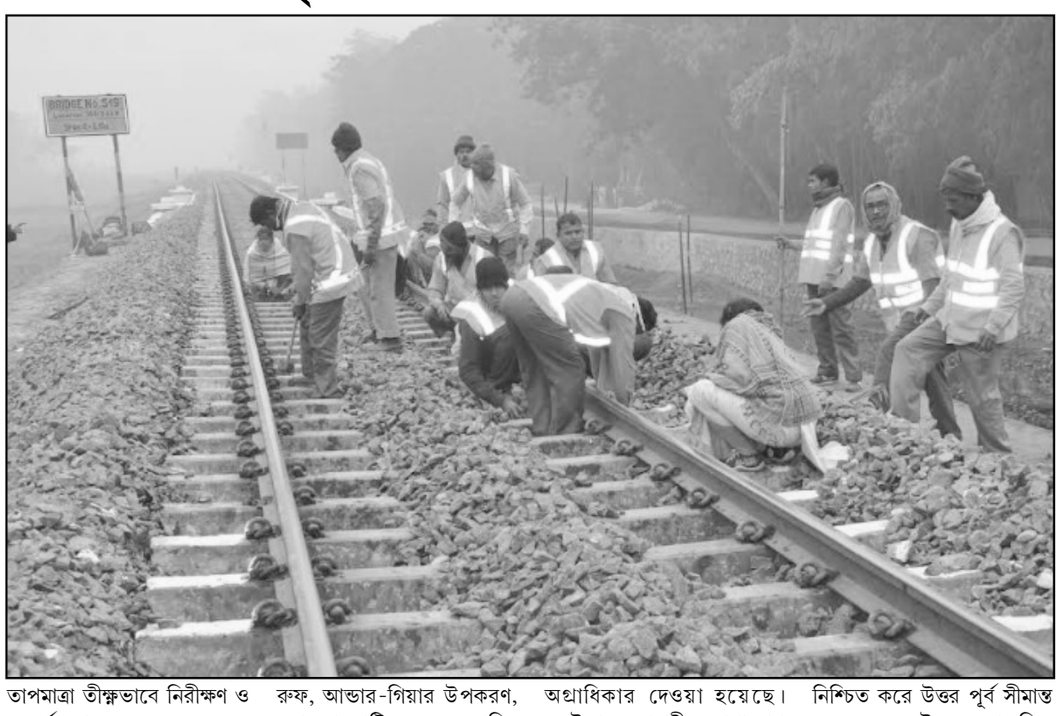

মালিগাঁও, ২২ নভেম্বর, ২০২৪: শীতকাল ও কুয়াশার সময়ে নিরাপদ ও দক্ষ ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ট্র্যাকের দৃশ্যমানতা ও সুরক্ষা, ওএইচই (ওভারহেড সরঞ্জাম), টিআরএস (ট্র্যাকশন রোলিং স্টক) ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডের বিষয়গুলিকে আওতাভুক্ত করে শীতের মাসগুলিতে সম্মুখীন হওয়া প্রত্যাহ্বানের মোকাবিলা করতে এই জোনের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিম্ন তাপমাত্রার সময়ে রেল ও ওয়েল্ড বিফলতা প্রতিরোধ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী এলডব্লিউআর/সিডব্লিউআর (লং ওয়েল্ডেড রেল/কনটিনিউয়াসলি ওয়েল্ডেড রেল)-এর ডি-স্ট্রেসিং-এর পাশাপাশি রেল জয়েন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও লুব্রিকেশন করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় পূরণীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরএফ/ডব্লিউএফ প্রবণ (রেল ফেইলার/ওয়েল্ড ফেইলার) স্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। গাইডলাইন অনুযায়ী জিপিএস সক্রিয় নিরীক্ষণ সহ শীতকালীন পেট্রোলিং মজবুত করা হয়েছে, রেলের অবস্থার সুনির্দিষ্ট তদারকি নিশ্চিত করা হয়েছে। শীতকালে সম্মুখীন হওয়া প্রত্যাহ্বানগুলির মোকাবিলা করতে রেলের তাপমাত্রা তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ ও রেকর্ড করা হচ্ছে।

কোয়াশার সমস্যা সামলানোর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন চালকদের রিয়াল-টাইম নেভিগেশন সহ সাহায্য করতে অ্যাডভান্সড ফগ পাস (সুরক্ষার জন্য ফগ পাইলট অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম) ডিভাইস স্থাপন করেছে, নিম্ন দৃশ্যমানতা সত্ত্বেও সুরক্ষিত ও সমানুবর্তিতা বজায় রেখে পরিচালন সক্রিয় করেছে। ট্রেন রুফ, আন্ডার-গিয়ার উপকরণ, লোকোমোটিভ এবং রোলিং স্টকের সুরক্ষামূলক পরিদর্শন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কঠোরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে ত্রুটিগুলি আগে শনাক্ত করা যায় এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে কম হয়।

সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে আল্ট্রাসোনিক ফ্ল ডিটেকশন ও আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে ট্র্যাক নিরীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, বাধাহীন যোগাযোগ এবং পরিচালনমূলক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সিগনালিং সিস্টেমগুলি আপগ্রেড করা হয়েছে। অভাবনীয় পরিস্থিতির সময় প্রস্তুতি বৃদ্ধি করার জন্য ফ্রন্টলাইন কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত মক ড্রিলের মাধ্যমেও জরুরীকালীন প্রস্তুতি শক্তিশালী করা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশনা পালন নিশ্চিত করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই ব্যবস্থাগুলির পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবস্থার অগ্রগতি অনুসরণ করতে এক মজবুত ফিডব্যাক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। কঠোর সুরক্ষা প্রোটোকলের সাথে উন্নত প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র শীতকাল ও কুয়াশার আবহাওয়ায় সুরক্ষা, দক্ষতা ও যাত্রী পরিষেবার উচ্চ মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিলিগুড়িতে রাজাহাওলি খুনের ঘটনায় স্থানীয়দের বিক্ষোভে উত্তপ্ত এলাকা

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়িতে রাজাহাওলি খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। শুক্রবার সকালে বাসিন্দারা বিচার চেয়ে এনজেপি থানা ঘেরাও করেন। দীর্ঘক্ষণ সেখানে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তের গাফিলতির অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন মৃতের পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় আগে থেকেই থানা চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল।

এদিন থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মৃত মহম্মদ জহুরির আত্মীয়রা।

তাঁদের অভিযোগ, অভিযুক্তরা এখনও অধরা রয়েছে। আক্রান্ত পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিন দীর্ঘক্ষণ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর বাস ভর্তি বাসিন্দা জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

প্রসঙ্গত, গত ১ নভেম্বর এনজেপি রাজাহাওলিতে জুয়ার আসরে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে খুন হন মহম্মদ জহুরি (৬৫) নামে এক ব্যক্তি। স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে জহুরিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এনজেপি এলাকা।

জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পে এগোচ্ছে কাজ, খিদিরপুর থেকে টানেল পৌঁছবে ভিক্টোরিয়া হয়ে ধর্মতলা

কলকাতা, ২২ নভেম্বর(হি.স.): কলকাতা মেট্রোর অন্যতম বড় প্রকল্প জোকা—বিবাদী বাগ মেট্রো লাইন, যা বর্তমানে পার্পল লাইন নামে পরিচিত। এই রেলপথের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, যেখানে জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন, যা মাটির ১৭ মিটার নিচে অবস্থিত হবে। স্টেশনের নির্মাণকাজ পুরোদমে চলছে।

খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত টানেলের কাজ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হবে। মার্চের শেষ বা এপ্রিলের শুরুর দিকে বোরিং মেশিন নিয়ে টানেলের খনন কাজ ভিক্টোরিয়ার দিকে এগিয়ে আনা হবে। এই কাজের জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা আশেপাশের কোনও স্থাপত্যের ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হয়েছে।

এই প্রকল্পের জন্য কোনো গাছ কাটা হয়নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৯৪৬টি গাছ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে রোপণ করা হয়েছে, যাতে শহরের সৌন্দর্যায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাজ শুরু হওয়ার আগে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। ময়দানের সেনা-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে মেট্রো নির্মাণ সম্ভব না হওয়ায় রেলপথ মাটির তল দিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এসপ্ল্যানেড স্টেশনের নির্মাণ কাজের জন্য ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড সাময়িকভাবে সরিয়ে কার্জন পার্কে স্থানান্তরিত করা হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে আবার বাস স্ট্যান্ড আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হবে।

শুক্রবার নির্মাণকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপিন কুমার এবং মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, পার্পল লাইনের পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড স্টেশন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে, যা কলকাতা শহরের পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করবে।

গণনাকেন্দ্র পরিদর্শনে লোহারদাগা ডিসি

লোহারদাগা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খন্ড জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও জেলা প্রশাসক ড. ওয়াঘমারে প্রসাদ কৃষ্ণ শুক্রবার লোহারদাগা কৃষি পণ্য বাজার কমিটিতে ৭২ লোহারদাগা (এসটি) -এর জন্য স্থাপিত গণনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও, নিরাপত্তার বিষয়, ভোট গণনার জন্য টেবিল তৈরি এবং অন্যান্য প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনকালে, অতিরিক্ত কালেক্টর জিতেন্দ্র মুন্ডা, সাব-ডিভিশনাল অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোহারদাগা ডেপুটি রিটার্নিং অফিসার ধীরজ ঠাকুর সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন।

আর্য সমাজ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

জর্জটাউন, ২২ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গায়ানার জর্জটাউনে আর্য সমাজ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গায়ানায় ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা এবং প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয় বলে নরেন্দ্র মোদী জানান। তিনি আরও বলেন, এ বছর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে বলে এই বছরের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "গায়নার জর্জ টাউনে আর্য সমাজ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। গায়নায় আমাদের সংস্কৃতি রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। এ বছর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে বলে এই বছরের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।"

চলতি মরসুমের শীতলতম রাত শ্রীনগরে, তাপমাত্রা মাইনাস ১.২

শ্রীনগর, ২২ নভেম্বর (হি.স.): চলতি মরসুমের শীতলতম নিশিযাপন করলো শ্রীনগর। বৃহস্পতিবার রাতের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি শীতকালীন মরসুমে এখনও পর্যন্ত এটাই শীতলতম রাত।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, কাজিগুন্ডে তাপমাত্রা মাইনাস ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর পহেলগাঁওতে মাইনাস ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। গুলমার্গের বিখ্যাত স্কি রিসর্ট-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ০.৬ ডিগ্রি ছিল বলে জানা গেছে।

মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙার নির্দেশে স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে।

এনজিটি'র নির্দেশ কার্যকর করতে বুধবারের মধ্যে মন্দারমণির ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে এই চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। সিআরজেড (কোস্টাল রেগুলেশন জোন)-এর নির্দেশ অমান্য করে মন্দারমণির সমুদ্র সৈকতে এই হোটেলগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট জানান, মন্দারমণিতে কোনও বুলডোজার চলবে না। এদিকে নোটিশ পাওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মন্দারমণির হোটেল মালিক সংগঠন। শুক্রবার মামলাটি ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। তিনি ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দেওয়া নোটিশে স্থগিতাদেশ দেন।

গায়ানার ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপচরিতা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

জর্জটাউন, ২২ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গায়ানার শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্রিকেট ভারত ও গায়ানাকে আরও কাছাকাছি এনেছে এবং দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ক্রিকেটের মাধ্যমে যোগাযোগ! গায়ানার শীর্ষ স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে আনন্দদায়ক আলাপচারিতা। খেলাধূলা আমাদের দেশকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে।

রাজস্থান: গাড়ির সঙ্গে ডাম্পারের সংঘর্ষ, মৃত ৫

উদয়পুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের সুখের থানা এলাকার আম্বেরিতে একটি ডাম্পারের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৫ যুবকেরই মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ডাম্পারটি আটক করেছে।পুলিশ আধিকারিক হিমাংশু সিং রাজাওয়াত বলেন, দেলোয়ারা রাজসমন্দের বাসিন্দা হিম্মত খটিক (২৪), উদয়পুরের বেদলার বাসিন্দা পঙ্কজ নাগারচি (২৪), খারোল কলোনির বাসিন্দা গোপাল নাগারচি (২৭), সীসারমার বাসিন্দা গৌরব জিনগর (২৩) ছাড়াও গাড়িতে আরও একজন সওয়ারি ছিলেন। তাঁদের গাড়ি আম্বেরি থেকে ভুল দিক দিয়ে দেবারির দিকে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎই সামনে থেকে একটি ডাম্পার চলে আসে। ডাম্পারটির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ওই গাড়িতে থাকা সকলেই ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডাকলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের একদিন পর জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডাকলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সোমবার বিকেল চারটেয় কালীঘাটে হবে বৈঠক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি -সহ কর্মসমিতির সদস্যরা থাকবেন বৈঠকে।

শনিবার বাংলার ৬ আসনের উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ। তার পরই অর্থাৎ সোমবার বিকেলে কালীঘাটে তৃণমূলের কর্মসমিতির বৈঠক। সূত্রের খবর, বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই বৈঠকে।

PNIC-T No:- 17/PNICT/EE/DWS/BLN/2024-25

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 56/DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 4,82,469.00	₹ 9,649.00	Upto 3.00 P.M on 02.12.2024	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 02.12.2024 if possible
2	DNIT No. : 57/DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 8,32,211.00	₹ 16,644.00			
3	DNIT No. : 58/DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 18,92,484.00	₹ 37,850.00			
4	DNIT No. : 59/DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 13,90,987.00	₹ 27,820.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work https://etenders.gov.in/eprocure/app can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ cedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-2560/24

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division,
Belonia, South Tripura District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 22/EE(PWD)/BLN/2024-25
DATED, 20-11-2024

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD (R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 29-11-2024 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No. 97/NIT/SE-III/R/2024-25	₹1,21,31,711.97	₹2,42,634.00	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 98/NIT/SE-III/R/2024-25	₹66,33,539.85	₹1,32,671.00	90 (Ninety) days	

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3.00 PM on 29-11-2024
- Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 29-11-2024
- Cost of Tender document: *.4000/-.
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in

For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.
ICA/C/2555/24

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer, Belonia Division,
PWD (R&B) Belonia, South Tripura

লালন উৎসব ২০২৪

তারিখ : ২৪ নভেম্বর, রবিবার বিকাল ৪টা
স্থান : সংস্কৃতি হাট (সেনপাড়া), দেবরাম ঠাকুর পাড়া পঞ্চায়েত, নন্দননগর, খয়েরপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা

উদ্যোক্তা : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
সহযোগিতায় : বাংলা সংস্কৃতি বলয়

উদ্বোধক : শ্রী রতন চক্রবর্তী, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
প্রধান অতিথি : শ্রী বলাই গোস্বামী, মাননীয় সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ
বিশেষ অতিথি : শ্রীমতি কর্ণারানী দাস, মাননীয়া চেয়ারম্যান, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতি
শ্রীমতি কামনা সরকার, মাননীয়া সদস্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ
শ্রীমতি অপু চৌধুরী দত্ত, মাননীয় সদস্য, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতি
সম্মানিত অতিথি : শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য, অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সভাপতি, বাংলা সংস্কৃতি বলয়
সভাপতি : শ্রীমতি অঞ্জলি দেববর্মা, মাননীয়া গ্রাম প্রধান, দেবরাম ঠাকুর পাড়া পঞ্চায়েত

অনুষ্ঠানে সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

ধন্যবাদান্তে
শ্রী অমৃত দেববর্মা
সহ অধিকর্তা
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়

ICA/D-1313/24

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 10/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25 Dated. 20/11/2024

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-
i). DNIe-T No:- 44/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25
E/C:-. 4,84,26,366.00 E/M:-. 9,68,527.00 Time/Period:- 300 (three hundred) days
9 maj newadd swont fon
Last date & time for online Bidding:- 20/12/2024 upto 3.00 P.M
Bid Fee:-.8,000.00
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal https:/tripuratenders.gov.in
ICA/C/2551/24
(For & on behalf of the Governor of Tripura)

Executive Engineer
L.T Valley Division,
PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

PUBLIC NOTICE

07(Seven Nos.) PMAY-G houses under Silachari R.D Block are yet to be completed due to death /no legal heir/ untraceable / migrated as per record of VC. It has been learnt from the Village Committees that these households have no legal heirs or untraceable. Therefore, claims are hereby invited from genuine legal heir of the beneficiaries by submitting his/her identity proof and other relevant documents till 30th November 2024 which may be communicated to the office of the BDO, Silachari R.D Block through Email: bdosilachari@rediffmail.com, Phone no. 9615436385 or in written application for validating the claims. Non-claimant of the PMAY(G) (AWASS+) houses from genuine household will be permanently excluded from getting further benefit from the scheme and deleted from beneficiary list.

Following are the details of the beneficiaries:-

Sl. No.	Beneficiary Name	PMAYG ID	Address as per Record	Remarks
1	Sona Sundari Chakma	TR105757074	Ailmara	Death case
2	Swapna Chakma	TR117601345	Ailmara	Out of station
3	Baren Chakma	TR119533403	Ailmara	Out of station
4	Thaifru Mog	TR125703045	Ailmara	Death case
5	Dhanpati Chakma	TR136200658	Ailmara	Death case
6	Haripada Tripura	TR1104862	Ghorakappa	Death case
7	Chandra Keshar Tripura	TR128318710	Barbil	Death case

ICA/D/1317/24

Block Development Officer Silachari R. D. Block

PNIT No.: 08/EE/PWD(DWS)/KMP/2024-25

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK & DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT- 13/EE/PWD(DWS)/KMP/2024-25	Rs.4,43,055.00	Rs. 8,861.00	150 (one hundred fifty) Days	Appropriate Class
2	DNIeT- 14/EE/PWD(DWS)/KMP/2024-25	Rs.4,43,055.00	Rs. 8,861.00		
3	DNIeT- 15/EE/PWD(DWS)/KMP/2024-25	Rs.9,52,599.00	Rs. 19,052.00		
4	DNIeT- 16/EE/PWD(DWS)/KMP/2024-25	Rs.4,32,355.00	Rs. 8,647.00		
5	DNIeT- 17/EE/PWD(DWS)/KMP/2024-25	Rs.4,32,355.00	Rs. 8,647.00		

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 27-11-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 27-11-2024 at 16.00 Hrs.
Website for Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Tender Fee: Rs. 1000.00 each, (non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9612737307 All are available details www.eprocure.gov.in/epublishing in the https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2542/24

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai, Tripura

কাজের সন্ধান

কোল ইন্ডিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৬৪০ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কোল ইন্ডিয়ায় ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে এধরনের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডেএখন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে ৬৪০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৯-২০২৪-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ডিসিপ্লিন বা ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ০৪/২০২৪, তারিখ ২৪ অক্টোবর, ২০২৪।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৮ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ডিসিপ্লিন ও ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ মাইনিং ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ২৬৩টি। পোস্ট কোড ১১। মোট শূন্যপদের মধ্যে ১০৬টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২৬টি ইডব্লিওএস, ৩৯টি এসসি, ২১টি এসটি এবং ৭১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। যোগ্যতা নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশ। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। ক্রমিক নং - ২ ঃ সিভিল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ৯১টি। পোস্ট কোড ১২। মোট শূন্যপদের মধ্যে ৩০টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি ইডব্লিওএস, ১৫টি এসসি, ১০টি এসটি এবং ২৯টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য রয়েছে ১২টি শূন্যপদ। যোগ্যতা নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশ। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। ক্রমিক নং - ৩ ঃ ইলেকট্রিকেল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ১০২টি। পোস্ট কোড ১৩। মোট শূন্যপদের মধ্যে ২৪টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১০টি ইডব্লিওএস, ২৬টি এসসি, ১৭টি এসটি এবং ৩০টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য রয়েছে ৯টি শূন্যপদ। যোগ্যতা নির্দিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশ। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। ক্রমিক নং - ৪ ঃ মেকানিক্যাল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ১০৪টি। পোস্ট কোড ১৪। মোট শূন্যপদের মধ্যে ৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি ইডব্লিওএস, ৩৪টি এসসি, ১৮টি এসটি এবং ৪৪টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য রয়েছে ৩টি শূন্যপদ। যোগ্যতা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশ। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। ক্রমিক নং - ৫ ঃ সিস্টেম ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ৪১টি। পোস্ট কোড ১৫। মোট শূন্যপদের মধ্যে ১২টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি ইডব্লিওএস, ৯টি এসসি, ৩টি এসটি এবং ১৫টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য রয়েছে ২২টি শূন্যপদ। যোগ্যতা সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশ। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন। ক্রমিক নং - ৬ ঃ ই এন্ড টি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মোট শূন্যপদ ৩৯টি। পোস্ট কোড ১৬। মোট শূন্যপদের মধ্যে ১১টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি ইডব্লিওএস, ৮টি এসসি, ৩টি এসটি এবং ১৫টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য রয়েছে ৫টি শূন্যপদ। যোগ্যতা নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশ। ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার পাবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৪-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* টেরিটরিয়াল আর্মিতে **সোলজার, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), র‍্যালী ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের ব্যাঙ্কে **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে ইন্টারভিউর বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমে **মাইনিং মেট, ব্লাস্টার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * স্বাস্থ্য প্রকল্পে **ক্লার্ক, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি পাশ থেকে পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইসিআইএল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* সিডবি-তে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ ডিসেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে **ইন্টার্ণ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর,
ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ ক্যাডার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ২২ ডিসেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৪-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সোলজার, ক্লার্ক (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ নভেম্বর,
র‍্যালী ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (বহিঃরাজ্যে ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ২৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে ইন্টারভিউর বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ট্রেনি (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাইনিং মেট, ব্লাস্টার (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, এম.ও (স্বাস্থ্য প্রকল্প),**
শূন্যপদ ঃ ৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি পাশ থেকে পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ই.সি.আই.এল),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার (সিডবি),**
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ ডিসেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্টার্ণ (কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে ১৮৭ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় নিগম বা ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

ইসিআইএল-এ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইসিআইএল-এ এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১৮৭ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইসিআইএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১২-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ইসিআইএল / ২৫/ ২০২৪, তারিখ ২০ নভেম্বর, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ ইসিই ব্রাঞ্চ, ক্রমিক নং - ২ ঃ সিএসই ব্রাঞ্চ, ক্রমিক নং - ৩ ঃ মেকানিক্যাল ব্রাঞ্চ, ক্রমিক নং - ৪ ঃ ইইই ব্রাঞ্চ, ক্রমিক নং - ৫ ঃ ইআইই ব্রাঞ্চ। মোট শূন্যপদ ১৮৭টি। এর মধ্যে ১৫০টি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটদের জন্য, ৩৭টি ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্য। এভাবে ট্রেড ভিত্তিক শূন্যপদ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে, যেমন ৮০০০ - ৯০০০ টাকা হিসেবে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পরীক্ষা ছাড়াই চাকরির সুবর্ণ সুযোগ ত্রিপুরায় আগত রেলে ৫৬৪৭ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতেবলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ২০ হাজারহলেও ত্রিপুরায় আগত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য ৫,৬৪৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরারপ্রার্থীরা উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলের জন্য লামডিং, তিনসুকিয়া, কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙ্গিয়া, নিউ-বঙ্গাইগাঁও এবং ডিব্রুগড়ের যে-কোনও একটি ডিভিশনের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউবা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবেপ্রায় ২০ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতেইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৩-১২-২০২৪-এরহিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ওপ্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এন এফ/ অ্যাক্টঅ্যাপ্রেন্টিসেস/ ০১/ ২০২৪, তারিখ ৫ নভেম্বর, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — কাটিহার ডিভিশনে ৮১২টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩২১টি, ওবিসি'র জন্য ২২১টি, এসসি'র জন্য ১২৫টি, এসটি'র জন্য ৬২টি, ইডব্লিওএস-এরজন্য ৮৩টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৮১টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩২টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪১৩টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ১৬১টি, ওবিসি'র জন্য ১০৯টি, এসসি'র জন্য ৬৭টি, এসটি'র জন্য ৩১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪৫টিআসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৪১টিআসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১৭টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। রঙ্গিয়া ডিভিশনে ৪৩৫টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ১৭১টি, ওবিসি'রজন্য ১১৬টি, এসসি'রজন্য ৬৮টি, এসটি'র জন্য ৩৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪৫টিআসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৪৪টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১৭টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধীপ্রার্থীরজন্য সংরক্ষিতরয়েছে। লামডিং ডিভিশনে ৯৫০টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩৮০টি, ওবিসি'র জন্য ২৫৬টি, এসসি'র জন্য ১৪৫টি, এসটি'র জন্য ৭৪টি, ইডব্লিওএস-এরজন্য ৯৫টিআসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৯৫টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩৮টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৫৮০টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ২২৭টি, ওবিসি'রজন্য ১৫৮টি, এসসি'র জন্য ৯২টি, এসটি'র জন্য ৪৩টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৬০টিআসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৫৮টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ২৩টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ, ইউডব্লিওএস/ এন জি এন-এ মিলে ৯৮২টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩৮০টি, ওবিসি'রজন্য ২৭০টি, এসসি'রজন্য ১৫৬টি, এসটি'র জন্য ৭৭টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৯৯টি আসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৯৮টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩৯টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধীপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ৮১৪টি, এক্ষেত্রে অসংরক্ষিত ৩১৪টি, ওবিসি'র জন্য ২২৩টি, এসসি'র জন্য ১২৯টি, এসটি'র জন্য ৬৫টি, ইডব্লিওএস-এরজন্য ৬৫টিআসন সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, ৮১টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩৩টি আসন শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতিটি ডিভিশন এবং ওয়ার্কশপেই মেশিনিস্ট, ওয়েলডার, ফিটার, কার্পেন্টার, ডিজেল মেকানিক, পেইন্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, টার্ণার, রেফ্রিজারেটর এন্ড এসি মেকানিক, লাইনম্যান, ম্যাশন, ফিটার স্ট্রাকচারাল, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার), মিল রাইট ইত্যাদি ট্রেডে এপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হবে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৩ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্যপ্রশ্নোত্তরসহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপেরজন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলারজগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনারনাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরনথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থিবাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে, এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনওরকম পরীক্ষা নেওয়া হবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময়প্রদত্ত তথ্য ও মেধার ভিত্তিতেই প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। এবিষয়ে আরও বিস্তারিতজানতেপারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

ত্রিপুরা সফরে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহু

আগরতলা/নয়াদিল্লী, ২২ নভেম্বর : ত্রিপুরা সফরে আসা কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহু আজ খোয়াই জেলায় ভারত সরকারের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে জেলা পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাশাসক সজু ওয়াহিদ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী ও সুমিত কুমার পান্ডে, জেলার দুই মহকুমার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার সমস্ত সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা। এই পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জন কল্যানমুলক প্রকল্প গুলোর বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে তার খোঁজখবর নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যে সমস্ত প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কাজ কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কী কী ঘাটতি রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। এই সফর ও পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তাঁর এই সফর নারী ক্ষমতায়নের গুরুত্ব এবং আরও স্থিতিস্থাপক ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে স্বনির্ভরতার রূপান্তরমূলক প্রভাবের একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করছে।

তিনি এদিন দীনদয়াল উপাধ্যায় ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার আবাসিক দুঃস্থ মহিলাদের সাথে অর্থবহ আলোচনা করে তাঁর এই সফর শুরু করেন। তাঁদের কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির কথা মন্ত্রী তাদের সামনে তুলে ধরেন এবং তাদের জন্য সরকারি সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী শ্রী সাহু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া পরিদর্শন করেন এবং বিএসএফ সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি তাদের অবদানের স্বীকৃতি ও প্রশংসা করেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় আধিকারিক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরাঞ্চল) প্রকল্পে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের গৃহপ্রবেশের ফিতা কাটেন তিনি। ঐতিহ্যবাহী শঙ্খ বাজিয়ে ও ফুল দিয়ে মন্ত্রীকে এদিন উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নেন সুবিধাভোগীরা।

নবনির্মিত খোয়াই বাসস্ট্যান্ডে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা আয়োজিত একটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন তিনি। নারীরা সেখানে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার রূপান্তরমূলক অগ্রগতি তুলে ধরেছেন এবং কীভাবে সরকারি সহায়তা তাদের চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে চাকরি সৃষ্টিকারী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে তা তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, ''খোয়াই বাসস্ট্যান্ডে বসে আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাছ থেকে শুনেছি কীভাবে ভারত সরকার তাঁদের আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করেছে এবং কিভাবে এখন তাঁরা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ভগিনী হিসেবে পরিণত হয়েছেন'। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাদের আন্তরিক প্রশংসা তাদের জীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে একেই তুলে ধরেছে।

সফরের শেষ পর্যায়ে, মন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কঠিন বর্জ্যের তৃতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন, এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যেসব বোনেরা এটি পরিচালনা করছেন এবং মেশিনের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য এবং জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করছেন, তিনি তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লিখেছেন, খোয়াই জেলার এই সফরকালে ত্রিপুরার সামাজিক কল্যাণ এবং স্থানীয় উদ্যোগকে আরও জোরদার করার বিষয়ে সরকারের দৃঢ় মনোভাব এবং প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছে। তদুপরি, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী নেতৃত্ব এবং উদ্যোগে অনুপ্রাণিত সম্প্রদায়ের বোনদের ক্ষমতা এবং স্বনির্ভরতার গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। নারীরা তাদের উদ্যোক্তা মনোভাব, নেতৃত্ব এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে তাদের পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।''

উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে লাদাখ

আইএফএফআই-২০২৪-এর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে নন-ফিচার ফিল্ম

ইফিউড (গোয়া)ীজ্জচ্চজ্জঢদ্রদ্রত্ম, ২২ নভেম্বর ২০২৪: ''আমরা সারা দেশ থেকে ২৫০টিরও বেশি এন্ট্রি পেয়েছি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এসেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে'' গোয়ায় ৫৫তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (আইএফএফআই) এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন ভারতীয় প্যানোরামার নন-ফিচার ফিল্মস জুরির চেয়ারপার্সন শ্রী সুব্বাইয়া নাল্লামুথুউ তিনি বলেন, ''কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে তরুণ নির্মাতা সহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে এন্ট্রি জমা পড়েছে। কনটেন্ট এবং গল্প বলার দক্ষতাই ছিল মূলত নির্বাচনের মানদণ্ড''উ

বিচারকমণ্ডলীর সদস্য শালিনী শাহ লাদাখি চলচ্চিত্রকে উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত করায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি একে ''একটি বিরল এবং গর্বের মুহূর্ত'' বলে অভিহিত করেন। এছাড়া, হরিয়ানভি সিনেমার উন্নতির কথাও তিনি তুলে ধরেন, যা দক্ষ পরামর্শমূলক উদ্যোগের ফল হিসেবে উঠে এসেছে।

জুরিরা নন-ফিচার ফিল্মের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। মিস বন্দনা কোহলি বলেছেন, ''এই ধরনের চলচ্চিত্র নিয়ে মিডিয়ায় আরও বেশি আলোচনা হওয়া উচিত এবং দর্শক ও নির্মাতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে ফিল্ম ক্লাব গড়ে তোলা উচিত।'' তিনি মেন্টরিং-এর গুরুত্ব তুলে ধরে উল্লেখ করেন যে, অনেক সময় কনটেন্ট বা মূল বিষয় প্রায়ই অসাধারণ হয়ে থাকে, তাই সম্পাদনা ও গল্প বলার শৈলীকে পেশাদারি পরামর্শের মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে।

নতুন প্রবণতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, বিচারকমণ্ডলী উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জমা পড়া এন্ট্রির উল্লেখযোগ্য সংখ্যা-বৃদ্ধির কথা জানান। তাঁরা শহুরে চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরও প্রশংসা করেন, যারা দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে প্রভাবশালী তথ্যচিত্র নির্মাণ করছেন। এই বছর নির্বাচিত চলচ্চিত্রের বিভিন্ন থিমে এই প্রয়াসের প্রতিফলন দেখা যায়।

বিচারকমণ্ডলী সম্মিলিতভাবে তথ্যচিত্র নির্মাণে আরও বেশি সহায়তার আহ্বান জানান। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাব এই ধরনের চলচ্চিত্রের বিস্তার নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোকে এগিয়ে এসে নন-ফিচার ফিল্মের প্রযোজনা ও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তাঁরা। তাঁদের মতে, ''সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা এবং প্রচারের জন্য একটি সুগঠিত ব্যবস্থা এই বিষয়টিকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।''

বিচারকমণ্ডলী পরামর্শ দিয়েছেন যে, সিএসআর তহবিলগুলি থেকে বিভিন্ন নন-ফিচার ফিল্ম প্রজেক্টে আর্থিক সহায়তার জন্য বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে। তাঁরা জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম (এনএফডিসি)-এর সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলির প্রশংসা করেনউ যে উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নন-ফিচার ফিল্মগুলির জন্য অর্থায়ন করা হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি ডকুমেন্টারি রিসোর্স ইনিশিয়েটিভের সূচনা হয়েছে।

সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত নন-ফিচার ফিল্ম বিচারকমণ্ডলীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রী সুব্বাইয়া নাল্লামুথুউ তিনি একজন খ্যাতনামা তথ্যচিত্র নির্মাতা এবং বহু পুরস্কারে ভূষিতউ এর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত ভি. শান্তারাম লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং পাঁচটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারউ এছাড়াও তিনি বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নন-ফিচার বিচারকমণ্ডলীর অন্য সদস্যদের মধ্যে যারা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেক প্রশংসিত সিনেমা রয়েছে এবং তারা ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংস্থা ও পেশার প্রতিনিধিত্ব করেনউ একইসঙ্গে তাঁরা সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব।

নন-ফিচার ফিল্ম বিচারকমণ্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন:

শ্রী সুব্বাইয়া নাল্লামুথু (চেয়ারপার্সন)
শ্রী রজনীকান্ত আচার্য্য, প্রযোজক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক
শ্রী রোনেল হাওবাম, চলচ্চিত্র পরিচালক
মিস উষা দেশপাণ্ডে, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক
মিস বন্দনা কোহলি, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং লেখিকা
শ্রী মিথুনচন্দ্র চৌধুরি, চলচ্চিত্র পরিচালক
মিস শালিনী শাহ, চলচ্চিত্র পরিচালক

সাংবাদিক সম্মেলনটি শেষ করতে গিয়ে মিস বন্দনা কোহলি মন্তব্য করেন যে, ''তথ্যচিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে বুঝতে হবে, তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং তাদের উদযাপন করতে হবে।'' সাংবাদিক সম্মেলন সঞ্চালনা করেন শ্রী সাইয়িদ রবিহাশমি।

ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪-এর ভারতীয় প্যানোরামা বিভাগে ২৬২টি ফিল্ম থেকে নির্বাচিত ২০টি নন-ফিচার ফিল্ম প্রদর্শিত হবে। নন-ফিচার ফিল্মগুলো উদীয়মান এবং প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করে, যারা তথ্যচিত্র তৈরি করা, অনুসন্ধান, বিনোদন এবং আধুনিক ভারতীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত করার মাধ্যমে তাদের কাজের পরিচয় দেন। নন-ফিচার ফিল্ম বিভাগের উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে বিচারকমণ্ডলীর নির্বাচিত ফিল্ম হল 'ঘর জ্যায়সা কুছ' (লাদাখি), যা পরিচালনা করেছেন শ্রী হর্ষ সাংগানি।

৫৫তম আইএফএফআই চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে চলেছে, যা বিশ্বের চলচ্চিত্র মহলের মধ্যে সংলাপ, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতাকে উৎসাহিত করছে।

ট্যাব কাণ্ডে চোপড়ায় গ্রেফতার আরও ৩

চোপড়া, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : ট্যাব কাণ্ডে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানা এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুধু চোপড়া থানা এলাকায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫ জন। ট্যাবের টাকা জালিয়াতির অভিযোগে এলাকায় লাগাতার অভিযান চলছে। হুগলি ও রানাঘাট থেকে পুলিশের টিম এলাকায় পৌঁছায়। তারা চোপড়া থানার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তিন জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে, ঘিরনিগাঁও থেকে জাহাঙ্গির আলম, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে গুলজার আলি ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফারুক আজম। ধৃতদের শুক্রবার ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ইসলামপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি স্কুলগুলির একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুবিধার্থে ট্যাব কেনার জন্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্পের অধীনে এককালীন ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। আবেদনকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সেই টাকা ঢুকে যায়। স্কুলের মাধ্যমেই করা হয় আবেদন। কিন্তু অভিযোগ, এ বছর রাজ্যের অনেক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকেনি। বরং তা চলে গিয়েছে অন্য কারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। টাকা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিএম থেকে সেই টাকা তুলে নেওয়াও হয়েছে বলে অভিযোগ।

শুক্রবারে শুষ্ক আবহাওয়া বঙ্গে, হেরফের নেই তাপমাত্রায়

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি.স.): গ্রাম বাংলায় ভোরে ও রাতের দিকে শীতের পরশ, কুয়াশাচ্ছন্নও থাকছে বেশ কিছু জেলা। মহানগরীতেও ভোরে ও রাতের দিকে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে, তবে বেলা বাড়তেই ঠান্ডা উধাও হয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার তাপমাত্রার বিশেষ কোনও হেরফের হবে না বলেই আশা করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এমনিতে এদিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকারই সম্ভাবনা।

এদিকে শীত পড়তে না পড়তেই বাংলায় আবার ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা জানাল হাওয়া অফিস। বঙ্গোপসাগরে আবার নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। গভীর নিম্নচাপ শক্তি বৃদ্ধি করে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, সেই দিকে নজর রেখেছেন আবহবিদেরা। তবে এই নিম্নচাপের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না বলেই মনে করছেন তাঁরা।

শুক্রবার সাতসকালে ভূকম্পন আফগানিস্তানে

বাদাখশান, ২২ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার সাতসকালে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের বাদাখশান অঞ্চল। ন্যাশনাল সেন্টার অফ সিসমোলজি জানিয়েছে, ভারতীয় সময় শুক্রবার সকাল ৬:৩৫ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয়।

জানা গেছে, ভূমিকম্পর উৎস আফগানিস্তানের বাদাখশান অঞ্চলের ৮২ কিলোমিটার গভীরে। এই এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ পাহাড়ি অঞ্চল। উল্লেখ্য, এই সপ্তাহের শুরুর দিকে দুইবার ভূমিকম্প হয় এই অঞ্চলে, রিখটার স্কেলে মাত্রা ৪.৪ এবং ৩.৯ ছিল। প্রসঙ্গত, গত মাসে এই অঞ্চলে ১০ বারেরও বেশি ভূমিকম্প আঘাত হানে বলে জানা গেছে।

মথুরা চা বাগানে খাঁচাবন্দি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ

সোনাপুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের মথুরা চা বাগানে খাঁচাবন্দি হল একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ। শুক্রবার চিলাপাতা রেঞ্জের কর্মীরা ওই এলাকায় পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন।

ওই চা বাগানে চিতাবাঘ ছিল বলে আগেই জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। কয়েকদিন আগে সেখানে খাঁচা পেতেছিল বন দফতর। স্থানীয়রা জানান, এদিন চিতাবাঘ ধরা পড়ায় এতদিনের আতঙ্ক কাটল। চিতাবাঘটি চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বন দফতরের তরফে জানানো হয়।

আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কাজের পর্যালোচনায় ভিডিও কনফারেন্স মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ২২ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্যের সমস্ত দফতরের কমিশনার, পুলিশের মহানির্দেশক, সব জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এদিন বিকাল ৫টায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত জেলার আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কাজের পর্যালোচনা করবেন। রাজ্য ও জেলার পুলিশ ও প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্তারা এই ভিডিও কনফারেন্সে থাকবেন বলে জানা গেছে।

গায়ানা সফর শেষে দিল্লির উদ্দেশে রওনা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

জর্জটাউন, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাইজেরিয়া, ব্রাজিল ও গায়ানা তিন দেশ সফর শেষ করে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। বিমানবন্দরে গায়ানার শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে আবেগঘন বিদায় জানান।

নাইজেরিয়া থেকে সফর শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিল পৌঁছেন তিনি। সেখান থেকে গায়ানা সফরে যান। প্রধানমন্ত্রীকে নাইজেরিয়া ও গায়ানায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। গায়ানার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ''দ্য অর্ডার অফ এক্সিলেন্স''-এ ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গায়ানার রাষ্ট্রপতি ডঃ ইরফান আলি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান অর্ডার অফ এক্সিলেন্স প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ১৭ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী নাইজেরিয়ায় সফর করলেন। আর প্রায় ৫০ বছর পর গায়ানা সফরে গেলেন ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী।

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য ক্যাম্প কানপুরে

কানপুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.): বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য এগিয়ে এলো উত্তর প্রদেশ সরকার। জেলার সমস্ত ব্লকে ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের ইউডিআইডি কার্ড তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক দীক্ষা জৈন এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে জেলার প্রতিটি ব্লকে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। ক্যাম্পে ওই শিশুদের ইউডিআইডি কার্ড করা হবে। পাশাপাশি এই শিশুদের রেজিস্ট্রেশন-সহ আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির ব্যবস্থাও থাকবে। এছাড়াও জন্ম শংসাপত্র, বসবাস সংক্রান্ত নথি ও আয়ের শংসাপত্র এগুলোর জন্যও ক্যাম্পে স্টল হবে।

এবারের আইপিএল নিলামে তালিকাভুক্ত সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় জেমস অ্যান্ডারসন

কলকাতা, ২২ নভেম্বর(হি.স.) : শুক্রবার সৌদি আরবের জেদ্দায় ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আইপিএলের মেগা নিলামের জন্য খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ তালিকা ঘোষণা করেছে। মোট ৫৭৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৩৬৬ জন ভারতীয় এবং ২০৮ জন বিদেশি খেলোয়াড় রয়েছে। ১০টি দলে ২০৪টি স্লট পূরণ করতে হবে, যার মধ্যে ৭০টি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, নিলামের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় ৪২ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন, এই বছরের শুরুতে লর্ডসে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন, বর্তমানে তিনি লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের ব্যাকরুম স্টাফদের অংশ। তাকে ৬৭ নম্বর সেটে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে সারা বিশ্বের ক্যাপড ফাস্ট বোলার রয়েছে।আর একজন অভিজ্ঞ ইংলিশ খেলোয়াড়, জেমি ওভারটন, ৪১ বছর বয়সী পরবর্তী সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে আছেন। ওভারটন অলরাউন্ডারদের সমন্বয়ে ষষ্ঠ সেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ৪০ বছরের বেশি বয়সী নিলামে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন ফাফ ডু প্লেসিস এবং মোহাম্মদ নবী।

শুক্রেও বরফের চাদরে ঢাকলো সান্দাকফু, টানা দু''দিন তুষারপাতে খুশি পর্যটকরা

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ফের বরফে মুখ ঢাকলো পাহাড়। টানা দু''দিন তুষারপাত হল সান্দাকফুতে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে সান্দাকফু। রাস্তা সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যায় এদিন। শুরু হয় কনকনে ঠান্ডা বাতাস বওয়া।

নভেম্বরে প্রথম তুষারপাত হওয়া দার্জিলিংয়ে এবার রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক যেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। দার্জিলিং শহরে তুষারপাত না হলেও আছে ভালই ঠান্ডা। বইছে শীতল হাওয়া। তারই মধ্যে জবুথবু হয়ে পর্যটকরা ঘুরছেন পাহাড়ের রাস্তায়। শুধু দার্জিলিং নয়, উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতেও তাপমাত্রার পারদ নামতে শুরু করেছে। বইছে উত্তুরে হাওয়া। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও নামতে পারে বলে মনে করছে আবহাওয়া দফতর। ফলে শীতের মরসুমে পাহাড়ের পর্যটন একেবারে জমজমাট।

বাম ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের ধস্তাধস্তি, উত্তাল বিশ্বভারতী

বোলপুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বভারতীতে শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠান ঘিরে ধুন্ধুমার। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বাম ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের হাতাহাতি। বিশ্বভারতীতে রাজনীতি করছে বিজেপি, অভিযোগ বাম ছাত্র সংগঠনের। শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ। অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। বিশ্বভারতীর প্রেক্ষাগৃহের ভেতরেই আলোচনা চলাকালীন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এসএফআইয়ের পড়ুয়ারা । তাঁদের রুখতে গেলে পড়ুয়াদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীদের ।

জানা গেছে, শুক্রবার বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে বাংলা-সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি ভাষাকে ''ধ্রুপদী'' ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আলোচনাসভা চলছিল । এই ভাষাগুলি কীভাবে সমৃদ্ধ হবে, তা নিয়ে এদিন বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বিশ্বভারতী ও নতুন শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছতেই তাঁকে ''গো ব্যাক'' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখান এসএফআই সমর্থিত বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। তাঁদের বাধা দেন বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীরা । আর এতেই রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় পড়ুয়া ও নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে । এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে বিশ্বভারতী। হাতে ব্যানার-পোস্টার নিয়ে চলে বিক্ষোভ।

ছত্তিশগড়ে গুলির লড়াইয়ে নিহত ১০ নকশাল, উদ্ধার অস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী

সুকমা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে ১০ নকশাল। এনকাউন্টারের স্থান থেকে নিহত নকশালদের এসএলআর, একে-৪৭ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

সুকমা জেলার ভেজি থানা এলাকায় নকশালদের উপস্থিতির খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর দল করজুগুড়া, দান্তেশপুরম, নাগারাম ভান্ডারপাদারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সেই সময়, করজুগুড়া এবং ভান্ডারপাদারের জঙ্গলে ডিআরজি জওয়ান এবং নকশালদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১০ জন নকশাল নিহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র এবং অন্যান্য বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এসইউসিআই'র উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সত্যকে চিরকাল অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা যায় না : বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর : সত্যকে চিরকাল অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা যায় না। আজ সবরমতী রিপোর্ট দেখে একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।এদিন শ্রীনাথ বলেন, ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের গোধরা স্টেশনের কাছে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় আগুন লাগানোর ঘটনাকে ঘিরেই ''সবরমতী রিপোর্ট''। কিভাবে পরিকল্পিতভাবে একটি ঘটনাকে তথাকথিত সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছিল, আসল সত্যকে ধামাচাপা দিয়েছিল। এদিন তিনি আরও বলেন,একটা অংশের অসাধু সাংবাদিক সত্যকে চেপে রেখে প্রায় সময় অসত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু সত্যকে চিরকাল অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা যায় না। যেখানে ৫৯ জন কর সেবকদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রাম মন্দির আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সবরমতি হত্যাকাণ্ড, এই ছবিতে গভীরভাবে তুলে আনা এক জীবন্ত ইতিহাস। প্রত্যেককেই এই ছবিটি দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি।আজ স্থানীয় এক প্রেক্ষাগৃহে মোহনপুর মন্ডলের সকল কার্যকর্তা, সদর গ্রামীণ জেলা সভাপতি, মন্ডল সভাপতি ও রাজ্যের বেশ কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে ছবিটি দেখে কার্যত আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন তিনি।

পুলিশী নিরাপত্তা মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: দুই বছর পর পুলিশী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে নতুন কমিটি গঠন করলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে আগামী দিন গঠনমূলক কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। শুক্রবার পুলিশী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রায় দুই বছর পর বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে নতুন কমিটি গঠন করলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বিগত দুই বছর এই কলেজে ছাত্রদের কোন সরকার ছিল না। নবনির্বাচিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শুভ্রজিৎ মোদক এবং সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মৌসুমী সাহা। নির্বাচন শেষে এক সাক্ষাৎকারে নব প্রতিনিধির পক্ষ থেকে গঠনমূলক কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। সেই সাথে বিশালগড় কলেজে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত কান্ডের নিন্দা জানানো হয়।

কৃষকরা

● প্রথম পাতার পর

সারের দাম কম থাকার কথা খোলা বাজার থেকে। কিন্তু খোলা বাজার থেকে এগ্রিকালচার দপ্তরে সারের দাম অনেক বেশি। যেমন সুপার ফসফেট এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে কিনতে গেলে বস্তা পিছু ৬৫০ টাকা দিতে হয়। আর খোলা বাজার থেকে কিনলে ৬২০ অথবা ৬৩০ টাকা দিয়ে পাওয়া যায়। তাহলে কৃষক কেন যাবে এগ্রিকালচারে?? ঠিক এভাবেই সংবাদ মাধ্যমের সামনে ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন তুললেন কৃষকরা।তারা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যাতে সরকার কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরে র মাধ্যমে কম দামে কৃষকদের চাষবাসের জন্য সারের ব্যবস্থা করে। না হলে একটা সময় দেখা যাবে কৃষকরা কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরে যাওয়াই ছেড়ে দেবে। কৃষকদের আয় যদি দ্বিগুণ করতে হয় তাহলে কৃষি ও কৃষি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে কৃষকদের কম দামে করতে হবে সারের ব্যবস্থা এমনটাই দাবি ফকিরামুড়া এলাকার কৃষকদের।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

পূর্বাশা চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মন আশা ব্যক্ত করেন, পূর্বে ত্রিপুরা বাঁশবেতের তৈরি শিল্পের মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বের দরবারে যেভাবে পরিচিতি পেয়েছিল সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে উল্লেখ্য উদ্যোগগুলির মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বোল্লা রক্ষা কালী মন্দিরে শুরু হল বার্ষিক পূজা, সোনা-রুপোর অলংকারে সজ্জিত মা

বালুরঘাট, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালী মন্দিরে শুক্রবার থেকে শুরু হল বার্ষিক পূজো। বোল্লা গ্রামে প্রতি বছর রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের পূজোতে মায়ের সোনালী ও রূপালী অলংকারে সজ্জিত করা হয়েছে। এবার মা রক্ষাকালীকে প্রায় ৩০ কেজি সোনা ও রূপোর অলংকার পরানো হবে, যার মধ্যে রয়েছে ১২০ গ্রাম সোনার জিহবা, ৫ কিলো ওজনের রুপোর নুপুর, হিরে বসানো সোনার টিপ ও আট ফুট দীর্ঘ রূপোর নরমুন্ড মালা।এছাড়াও, এবছর প্রথমবারের মতো মন্দিরে সারাবছর ধরে পূর্ণার্থীদের জন্য সাড়ে তিন কিলো রূপো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বোল্লা কালির মুখ, যা স্থায়ীভাবে রাখা হবে মন্দিরের বেদীতে। প্রতি বছর পুজোয় সোনালী ও রূপালী অলংকার জমা পড়লেও এবার মন্দিরের নতুন মুখ সবার নজর কেড়েছে।

প্রাচীন এই পুজার ইতিহাস প্রায় ৪০০ বছরের। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এক ব্যক্তি মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুকুর থেকে মায়ের রূপ শিলাময় মূর্তি উদ্ধার করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে, ইংরেজ আমলে মুরারিমোহন চৌধুরী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, পরবর্তীতে রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারেই মায়ের পুজো শুরু হয়, যা আজও চলে আসছে।

বোল্লা রক্ষা কালী মন্দিরের পূজায় দেশ ও বিদেশের বহু পূর্ণার্থী হাজির হন, যারা মায়ের কাছে মানত করেন। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরাও মায়ের পুজোতে অংশ নেন, যা এই পূজাকে একটি সম্প্রতি ঐক্যের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করে।

এছাড়া, পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সিসি টিভি নজরদারির পাশাপাশি উর্দিধারী এবং সাদা পোশাকের পুলিশ মেলার প্রাঙ্গনে অবস্থান করছে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপার এদিন মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেছেন। এ বছরও বোল্লা কালী পূজার দিন প্রায় দশ হাজার পাঠাবলি হওয়ার আশা করা হচ্ছে। পূজা কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে যেমনই ছিল, এবছরও মন্দিরে পূজার প্রবাহ অব্যাহত থাকবে।

ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদায় পৌঁছালো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

মালদা, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : মালদা জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং ডেঙ্গি পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে শুক্রবার মালদায় পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদল ইংরেজবাজার এলাকার বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করে, এরপর মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে। প্রতিনিধি দলটি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো অর্থ সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে এসেছিল।

এদিকে, শাসক-বিরোধী তর্কের সৃষ্টি হয়েছে এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে। ইংরেজবাজার পৌরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ী অভিযোগ করেছেন যে, এলাকায় পরিকাঠামো খারাপ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারি কর্মকর্তারা এবং শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাননি এবং তাদের সঠিক তথ্যও দেওয়া হয়নি।পাল্টা হিসেবে বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল এবং প্রতিনিধিরা একটি নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী তাদের পরিদর্শন স্থানগুলো পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা কেবল অভিযোগ করার জন্য এমন দাবি করছেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদল মালদায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন

মালদা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ, মালদা ইংরেজবাজার পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়া টাংকি এলাকায় পৌর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন যৌথভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদল। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলর ইন হেলথ ইনচার্জ সন্ধ্যা দাস, মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, ডা. অসীমা ভটনাগর সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধির অন্যান্য সদস্যরা।পরিদর্শনকালে, গ্রামীণ ও শহর এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খতিয়ে দেখেন তারা। বিশেষভাবে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্তের নমুনা সংগ্রহ, সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে কিনা, ওপিডি আউটডোরসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যক্রম মনিটর করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধিরা।

বাসভবনে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার

জম্মু, ২২ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শুক্রবার তাঁর জম্মুর বাসভবনে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন।

বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদের সকল মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, সুষ্ঠুমত প্রশাসনিক কাজ করার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এদিন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনই বৈঠকে জনকল্যাণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। জনগণকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া নিয়েও আলোচনা করা হয় এদিন।

কিডনি প্রতিস্থাপন জরুরি, চিকিৎসার জন্য ৩০ লক্ষ টাকার অভাবে সাহায্যের জন্য আবেদন

হরিশচন্দ্রপুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : মালদার হরিশচন্দ্রপুরের বিদ্যানন্দপুর গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারে একমাত্র ছেলের দুটো কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসা করার জন্য কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন, তবে এর জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দরকার। কিন্তু অর্থের অভাবে চিকিৎসা থমকে রয়েছে, এবং ক্রমাগত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। ছেলেকে বাঁচাতে প্রাণপণ সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন বাবা-মা।

বিদ্যানন্দপুর গ্রামের নাজেরুল ইসলাম এবং তার স্ত্রী ছেলের চিকিৎসার জন্য দুয়ারে দুয়ারে সাহায্য চেয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের একমাত্র ছেলে, ২৫ বছরের আশরাফ আলির, গত এক বছর ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। তিনি একাই হাঁটতে পারেন না, এবং বর্তমানে খুবই অসুস্থ। নাজেরুল ইসলাম একজন দিনমজুর, যিনি তিন বছর আগে পা ভেঙে কাজ করতে পারেন না। ছেলের চিকিৎসার জন্য তিনি নিজের পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করেছেন এবং লোন নিয়ে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর এবং কাটিহারে চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু এখনও কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।নাজেরুল ইসলাম বলেন, 'আমার ছেলের দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসার জন্য আমি আমার শেষ সম্বল জমি বিক্রি করেছি, তবে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন। এলাকাবাসী সাহায্য করছে, কিন্তু সরকার থেকে যদি কিছু সাহায্য পাই, তবে ছেলেটাকে বাঁচানো সম্ভব হবে।'এই দুর্দশার মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন তারা।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

নমো যুবযাত্রা গকুলনগর রাস্তার মাথা থেকে শুরু হয়ে কসবেশ্বরী মন্দির পরিক্রমা করে সূর্য্য মনি নগর বিধানসভায় পৌঁছে দেবে কমলা সাগর যুব মোর্চার কার্যকর্তাগণ। নমঃ যুবযাত্রাকে সফল করার লক্ষ্যে কসবেশ্বরী মায়ের রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। নমো যুব যাত্রাকে রাজকীয় ভাবে ফুল অর নিত্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অব্যর্থনা জানায় কমলাসাগর মন্ডল যুব মোর্চা।

কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংকল্প যাত্রায় অংশগ্রহণ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাদক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহব্বানে বিজেপি যুব মোর্চার রেলি সাবরুম থেকে আজ আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। দিল্লিতে অংশগ্রহণকারীদের আগরতলায় ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়।

মাদকমুক্ত ত্রিপুরা পাশাপাশি সুশাসনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসে, বিজেপি যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ গত ২০ শে নভেম্বর সাব্রুমের মৈত্রী সেতু থেকে একটি বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করেছে যা আজ আগরতলায় এসে পৌঁছয়। সাত দিন পরে বুধবার ধর্মনগরে যার যাত্রা শেষ হবে।

র‍্যালির লক্ষ্য মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রাজ্যের যুবকদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রচার করা।আজ র‍্যালিটি আগরতলায় পৌঁছলে ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে যুব র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী

যুবকদের স্বাগত জানানো হয়। ২০ নং ওয়ার্ডের যুব মোর্চার যুবকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত, মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা, বি জে পি সদর শহর জেলা সম্পাদক নারায়ণ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

মালিকের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

কলোনির মানুষদের জাতপাত নিয়ে নোংরা কথাবার্তা বলেন এবং গালিগালাজও করেন বলেও জানায় গ্রামবাসীরা।

বর্তমানে গ্রামের একমাত্র রাস্তাটি ছোট হয়ে যাওয়ায় সেদিকে চলাফেরা করা যাচ্ছে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবার সময়ও সমস্যাও সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রামে কোনো অসুস্থ রোগী থাকলে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য এম্বুলেন্স ঢুকতে পারছে না। এই সমস্যার কথা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ করে গ্রামবাসীরা।

কয়েকবার চা বাগান মালিকের কাছে গিয়ে রাস্তা পুনরায় নির্মান করে দেবার কথা বললেও চা বাগান মালিক গ্রামবাসীদের কথা যেন কানেই নিচ্ছেন না।

গ্রামবাসীরা জানায়, বাগান মালিক তাদের হুমকি দিয়ে জানিয়েছেন তাঁরা এই গ্রাম ছেড়ে যেন অন্যত্র চলে যান। চা বাগান মালিকের এই কথায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসী। এখন দেখার বিষয় স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় কিনা।

বাংলাদেশী আটক

● প্রথম পাতার পর

শিলাছড়ি সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে কয়েকজন বাংলাদেশী নাগরিক দালালের সাহায্যে আসবেন। তারপর তারা তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে পৌঁছে রেলে টিকিট কেটে ডেমো রেলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে পাড়ি দেওয়া হবে। ওই সময়ই জিআরপি এবং বিএসএফ তাদেরকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা হায়দ্রাবাদ উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল।ধৃতরা হলেন, মোহাম্মদ সিদ্দিক (৬০), মনোরা বেগম (৫০), আব্দুল আজিজ উল্লাহ২২), আজিজুল হক (২৫); ওবায়দুল উল্লাহ১৯), জামিলা খাতুন (৫); খুনশুন(১৮); কুহিনুর আক্তার (২২); সাগরিকা ইয়াসমিন (২০); সাতারাই ইয়াসমিন (৬ মাস); নুরু সিদ্দিক (৫); মোহান্তি ইয়াসমিন(২)।তবে দিনদিন যেভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে দালাল চক্রের হাত ধরে মোটা অংকের বিনিময়ে বাংলাদেশী নাগরিকরা প্রবেশ করছেন।

মধ্যে ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

নির্মাণের বদলে মাত্র ২৫ মিটার পাকা গ্যালারি নির্মাণ করা হয়। সেই গ্যালারি নির্মাণ নিয়েও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠে। কোন ধরনের পরিকল্পনা ছাড়াই এই ২৫ মিটার গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যাপারে এলাকার বিধায়কের ভূমি কা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ব্যর্থ তার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বাসকে অর্ধনগ্ন করে জুতো এবং ঝাঁটা পেটা করে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা। এই ঘটনায় শিক্ষক মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ করা হচ্ছে।

আজ আগরতলা প্রেসক্লাবের এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ। এরা জানায় ইতিমধ্যেই মোট ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। অবিলম্বে এই ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানায় তারা।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, গায়ানায় ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য প্রসারলাভ করছে। আমার সরস্বতী বিদ্যা নিকেতন স্কুল পরিদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। এটি এমন একটি স্থান যেটি সংস্কৃতি এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতুবন্ধনে প্রথম সারিতে রয়েছে। এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাজের আমি প্রশংসা করছি। সেইসঙ্গে ভারত-গায়ানা সাংস্কৃতিক সম্পর্কে গভীরতা দিতে স্বামী অক্ষরানন্দের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

সংঘর্ষে আহত হয়েছে এবং তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অটো চালক

● প্রথম পাতার পর

করার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে এই অভিযান চলে। মোট সাত কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, এই অটোচালকের গাড়ির ভিতর থেকে মাংস উদ্ধার করে বনদপ্তরের কর্মীরা। পাশাপাশি অটোর মধ্যে এবং অটো চালকের হাতে রক্তের সন্ধান পায় বনদপ্তরের কর্মীরা। যদিও বা ধৃত অটো চালক হরিণের মাংস বিক্রি করে নি এবং হরিণ শিকার কান্ডের ঘটনার সাথে জরিত নেই বলে দাবি করেছেন। অভয়ারেঞ্জের বনদপ্তরের কর্মীরা ধৃত অটো চালককে জিজ্ঞাসা বাদ চালাচ্ছে এই হরিণ শিকার কান্ডে কে কে জড়িত। ধৃত অটো চালকের নাম সুনীল দাস। সুত্রে খবর চোরা শিকারিরা কয়েক দিন পরপর হরিণ শিকার করে এনে মাইছড়া ঐ এলাকায় বিক্রি করে। অভায়ারেঞ্জের কর্মীরা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। অবশেষে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হরিণের মাংস উদ্ধার সহ ধৃত এক অটো চালক।

স্পেশাল ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা রুটে স্পেশাল ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই রুটে আগামীকাল এবং ২৪ নভেম্বর ট্রেন চলাচল করবে। ওই ট্রেনটি যোগেন্দ্রনগর, জিরানিয়া, তেলিয়ামুড়া, মুঙ্গিয়াকামী, আমবাসা, জহরনগর, এসকে পাড়া, মনু, নলকাটা, কুমারঘাট, পেঁচারথল এবং পানিসাগরে থামবে।

মালদায় বৃদ্ধের জমি দখল করতে গিয়ে গণধোলাই

মালদা, ২২ নভেম্বর(হি.স.):মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকায় জমি দখল করতে গিয়ে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে পড়লেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বাবলু কর্মকার। এলাকাবাসীর গণধোলাইয়ের সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অভিযোগ, বাবলু কর্মকার স্থানীয় মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ভাই জম্মু রহমানের ঘনিষ্ঠ এবং তার মদতেই এই জমি দখলের চেষ্টা করছিলেন।

ঘটনার সূত্রপাত দিল মহম্মদ নামে এক বৃদ্ধের জমি দখলকে কেন্দ্র করে। দিল মহম্মদের অভিযোগ, তার কাছে জমির বৈধ কাগজপত্র রয়েছে এবং তিনি বহু বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন। প্রাণ থাকতে তিনি জমি দখল হতে দেবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন।

স্থানীয়দের প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষের পরে বাবলু কর্মকার এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। যদিও বাবলু কর্মকার এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। শুক্রবার বিজেপি অভিযোগ তুলেছে, তৃণমূল নেতাদের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমি দখলের ঘটনা বাড়ছে এবং এই ঘটনার জন্য সরাসরি তৃণমূল নেতৃত্ব দায়ী। অন্যদিকে, তৃণমূল এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে এটিকে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি করেছে।ব্লক তৃণমূলের দাবি, ঘটনাটি পুরনো এবং সেটি নতুন করে ভাইরাল করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। যদি কোনো সমস্যা থাকে, প্রশাসন তার সমাধান করবে।

ঘটনাটি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ভিডিওর সত্যতা এখনও যাচাই করা হয়নি বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম।

বাজারদর বৃদ্ধিতে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের পর সল্টলেকে টাস্ক ফোর্সের অভিযান, হুঁশিয়ারি ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর(হি.স.) : বাজারদর বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য ক্ষোভের পরদিনই সল্টলেকের বিডি ব্লকে টাস্ক ফোর্সের অভিযান দেখা গেল। অভিযানে নেতৃত্ব দেন টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। শুক্রবার অসাধু ব্যবসায়িক কার্যকলাপ নিয়ে তিনি রীতিমতো ধমক দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। অভিযোগ, একই এলাকায় একেকজন ব্যবসায়ী একেক দামে পণ্য বিক্রি করছেন, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোলে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দেন।

তিনি জানান, এই ধরনের অসাধু পদ্ধতিতে ব্যবসা চলতে থাকলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা চলে যাওয়ার পরই আবার দাম বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কোলে জানিয়েছেন, স্থানীয় থানায় এই বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং কোনো অভিযোগ পেলেই দোষী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।তিনি আরও জানান, আলুর দাম ইতিমধ্যেই কিছুটা কমেছে এবং তিন থেকে চার দিনের মধ্যে পেঁয়াজের দামও নিয়ন্ত্রণে আসবে। নাশিক থেকে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে, যা বাজারে আসার পর দাম কমতে শুরু করবে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শহরের বিভিন্ন বাজারে টাস্ক ফোর্স অভিযান চালাচ্ছে। যদিও সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এই অভিযান কি আদৌ বাজারদর কমাতে কোনো প্রভাব ফেলেছে? রবীন্দ্রনাথ কোলে এ বিষয়ে জানান, কাঁচা সবজির দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর আজ দুপুর দু'টোয় একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। বৈঠকে আলু-পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

শ্রীভূমি জেলায় কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ অভিযান

শ্রীভূমি (অসম) ২২ নভেম্বর(হি.স.) : শ্রীভূমি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচি বা এনএলইপি-র আওতায় কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ অভিযান (এলসিডিসি) শুরু করা হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল প্রাথমিক পর্যায়ে কুষ্ঠ রোগ সনাক্ত করা, অঙ্গহানি ও বিকৃতির প্রতিরোধ করা এবং জনগণের মধ্যে রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা।এক প্রেস বিবৃতিতে, শ্রীভূমি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার যুগ্ম সঞ্চালক ডাঃ সুমনা নাইডিং এই অভিযানের লক্ষ্য ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা নোডাল অফিসার ডাঃ শুভাশীষ দাস, জেলায় এনএইচএমের জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার হানিফ মোঃ কে আলম এবং জেলা মহামারী বিশেষজ্ঞ সুমিত রায়।ডাঃ নাইডিং জোর দিয়ে বলেন যে, এই অভিযান কুষ্ঠ রোগকে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে নির্মূল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এক পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক এবং একজন স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মীর (আশা) সমন্বয়ে গঠিত অনুসন্ধান দলগুলির মাধ্যমে এই অভিযান জনগণের মধ্যে ব্যাপক স্ক্রিনিং নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই দলগুলি স্থানীয় এলাকার জন্য প্রস্তুত মাইক্রো প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করবে।তিনি আরও বলেন যে, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা রোগের এমন পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই এটি থামাতে সাহায্য করবে যা অঙ্গহানি বা বিকৃতির কারণ হতে পারে। সনাক্ত হওয়া কেসগুলি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে মাল্টি-ড্রাগ থেরাপি (এমডিটি) কর্মসূচির অধীনে চিকিৎসা পাবে।জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার হানিফ মোঃ কে আলম বলেন যে, স্ক্রিনিং টিমগুলির সাথে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

শ্রীভূমি জেলার যুবাদের কুইজে অংশ নেওয়ার আহ্বান

শ্রীভূমি (অসম) ২২ নভেম্বর (হি.স.) : নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব উৎসব ২০২৫ এ অংশ নেওয়ার জন্য শ্রীভূমি জেলার যুবাদের অনলাইন কুইজ কম্পিটিশনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের শ্রীভূমি শাখা। নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যাবে। এজন্য "মাই ভারত" পোর্টালে লগ অন করতে হবে। আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্ম লগ অন করতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের শ্রীভূমি শাখার ফোন নম্বর ০৩৮৪৩২৭৪১১১ (সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা অফিস সময়ের মধ্যে) এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য জেলা পর্যায়ের বিজয়ীরা রাজ্য পর্যায়ে অংশ নেবেন। এরপর রাজ্য পর্যায়ের বিজয়ীরা জাতীয়স্তরে অংশ নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ে যোগ দেবেন।

শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের নতুন নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড উদ্বোধন

শ্রীভূমি (অসম) ২২ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী করিমগঞ্জ জেলার নতুন নামকরণ শ্রীভূমি জেলা হিসেবে করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে নতুন নামাঙ্কিত সাইন বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এতে শুক্রবার বিকাল ৪ টায় শ্রীভূমির জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী, উত্তর শ্রীভূমির বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ,জেলা বি জে পি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূমির পৌরপতি রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, বদরপুর পৌরসভার চেয়ার পার্সন, এস সি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, ডিএসএ-র সচিব সুদীপ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের আধিকারিক কর্মী এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নতুন নামাঙ্কিত সাইন বোর্ডের উদ্বোধন করেন। এতে জেলা আয়ুক্ত জানান রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলার নতুন নাম শ্রীভূমি করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের নতুন নামাঙ্কিত সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যে প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়সহ সর্বস্থানেই শ্রীভূমি নামকরণ করা হবে।

ক্রীড়া সংগঠক সুজিত রায়ের সৌজন্যে আগরতলায় এক টুকরো প্যারিস প্রদর্শনী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।আগরতলায় এক টুকরো প্যারিস। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক গেমসে উপস্থিত ছিলেন। প্যারিস অলিম্পিক গেমসে তাঁর উপস্থিত থাকা নিশ্চিত ভাবেই রাজ্যের খেলাধূলার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছে। সুজিত রায়ের এই প্যারিস অলিম্পিক গেমস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সম্মান এবং তাঁর ক্যামেরার চোখে দেখা অলিম্পিক গেমসের বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন থেকে ''আগরতলায় এক টুকরো প্যারিস'' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৪ নভেম্বর আগরতলার এম বি বি স্টেডিয়াম সংলগ্ন আগরতলা ক্লাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী রাজ্যের সব অংশের মানুষের জন্য খোলা থাকবে। প্রসঙ্গত সুজিত রায়ের প্যারিস অলিম্পিক গেমসে হাজির থাকা নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করে ভারতে অবস্থিত ফরাসি দূতাবাসের চার্জ ইন মিশন স্যামুয়েল বুচার এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেছেন যে প্যারিস অলিম্পিক গেমস নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ত্রিপুরা ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করবে। এই এতে দুই দেশের খেলাধূলা, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উন্নতি হবে। তিনি বলেন পরবর্তী সময়ে রাজ্য সফরে আসার জন্য চেষ্টা করবেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

গার্লস ক্রিকেটে আসামের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে আজ মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আসাম কিন্তু প্রথম ম্যাচে বিজয়ী দল। স্বাভাবিক কারণে তাদের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে। ৬ দলীয় বি গ্রুপে ত্রিপুরা দলের অবস্থান সর্বশেষে রয়েছে। আগামীকাল ত্রিপুরার মেয়েরা আসাম দলের মুখোমুখি হবে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত বালিকাদের অনূর্ধ ১৫ ওয়ান ডে তথা এক দিবসীয় (৩৫ ওভার) ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। ২১ নভেম্বর থেকে সারাদেশ জুড়ে বিভিন্ন ভেন্যুতে টুর্নামেন্টের খেলা শুরু হয়েছে। দেরাদুনে আয়োজিত গ্রুপ বি-এর খেলায় বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী দিনে বরোদা ৭ উইকেট এর ব্যবধানে দিল্লিকে পরাজিত করেছে। দিল্লির ১১২ রানের জবাবে বরোদা তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। আসাম ৪৪ রানে জয় পেয়েছে চন্ডিগড় এর বিরুদ্ধে। আসামের সংগৃহীত ১৮৫ রানের জবাবে চন্ডিগড় সীমিত ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। কর্ণাটক ৯ উইকেটের ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। ত্রিপুরার সংগৃহীত ৬৩ রানের জবাবে কর্ণাটক ১২.৪ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। আগামীকাল মহারানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে বরোদা ও কর্ণাটক পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আয়ুষ ক্রিকেট একাডেমী প্রথম গ্রাউন্ডে চন্ডিগড় খেলবে দিল্লির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় গ্রাউন্ডে আসাম ও ত্রিপুরা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ত্রিপুরার ইচ্ছা রয়েছে প্রথম ম্যাচের ভুল শুধরে আসামের বিরুদ্ধে জয়ী হতে।

রাহুলের বদলি 'বিস্ফোরক' ওপেনার, নজরে বিদেশি পেসারও, বিতর্ক ভুলে নিলামে কী স্ট্র্যাটেজি লখনউয়ের ?

আইপিএলের মেগা নিলামে বাকি হাতে গোনা কয়েকটা দিন। সেরা দল তৈরি করতে নিজেদের মতো পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। জল্পনা রয়েছে ক্রিকেট মহলেও। মেগা নিলামে কী হতে চলেছে কোন দলের স্ট্র্যাটেজি, বিশ্লেষণে সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল। আজ নজরে লখনউ সুপার জায়ান্টস।

নিজেদের প্রথম দুটি মরশুমে প্লে অফে উঠেছিল লখনউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ওঠা হয়নি। গতবছর তারা শেষ করেছিল সপ্তম স্থানে। তার মধ্যে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে অধিনায়ক কেএল রাহুলের বচসার জেরে বিতর্ক বাঁধে। এবার তাদের রিটেনশনে নেই রাহুল। ছেড়ে দিয়েছে একাধিক তারকা ক্রিকেটারকেও। নতুন মরশুমে সাফল্য পেতে মরিয়া থাকবে লখনউ।

রিটেনশন তালিকা:

নিকোলাস পুরান ২১ কোটি

রবি বিষ্ণোই ১১ কোটি

ময়ঙ্ক যাদব ১১ কোটি

মহসিন খান (আনক্যাপড) ৪ কোটি

আয়ুষ বাদোনি (আনক্যাপড) ৪ কোটি

পার্স: লখনউ সুপার জায়ান্টসের হাতে আছে ৬৯ কোটি টাকা।

আরটিএম: তাদের হাতে আরটিএম বেঁচে একটি। যা ব্যবহার করা যাবে ক্যাপড প্লেয়ারের ক্ষেত্রে।

প্রয়োজন: রাহুলকে ছেড়ে দেওয়ায় ওপেনারের দিকে নজর থাকবে লখনউয়ের। সেই সঙ্গে নিলাম থেকে ভালো বিদেশি পেসারও তুলে নিতে চাইবে তারা। মাঝের সারিতে ভারসাম্য আনার জন্য একজন অলরাউন্ডারও প্রয়োজন। এবার জাহির খানকে মেন্টর করেছে তারা। ফলে দেশীয় পেসারের দিকেও ঝুঁকতে পারে লখনউ ম্যানেজমেন্ট।

লক্ষ্য কারা?

কেএল রাহুলকে নিয়ে লখনউ শিবিরের মূল অভিযোগ ছিল তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে। সেক্ষেত্রে শুরুতেই তারা এমন একজনকে চাইবে, যিনি দ্রুত রান তুলতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে প্রধান লক্ষ্য হতে পারেন ঈশান কিষান। বিকল্প হতে পারেন পৃথ্বী শ। আর বিদেশি ব্যাটারের দিকে ঝুঁকলে কুইন্টন ডি'কক ও ফিল সল্টদের পিছনেও ছুটতে পারে লখনউ। মাঝের সারির সব ব্যাটারদেরই তারা ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য আরটিএম ব্যবহার করে দীপক হুডা, দেবদত্ত পাড়িক্কলদের তারা ফিরিয়ে আনতে পারে। একই সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের মতো তারকাও নিলামে তাদের লক্ষ্য হতে পারে। যিনি ব্যাটের সঙ্গে বোলিংও করে দেবেন। ফিনিশিংয়ে গতবছর ভরসা দিয়েছেন আয়ুষ বাদোনি। একইভাবে ক্রুনাল পাণ্ডিয়ার জন্যও আরটিএম ব্যবহার করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কার জন্য আরটিএমের অস্ত্র তারা ব্যবহার করে, সেটাও নজরে থাকবে। এছাড়া শাহবাজ আহমেদও নজরে পড়তে পারে তাদের। স্পিনে বিশ্বস্ত হাত রয়েছে রবি বিষ্ণোই। একাধিক স্পিনিং অলরাউন্ডার থাকলে দ্বিতীয় স্পিনারের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে পেস বিভাগ শক্তিশালী করার দিকে ঝুঁকবে লখনউ। হাতে ময়ঙ্ক যাদবের মতো গতিতারকা আছে। তবে মেন্টর জাহির খান থাকায় তাদের নজর পড়তে পারে নবদীপ সাইনি, খলিল আহমেদের মতো ভারতীয় পেসারের দিকে। হাতে অর্থ থাকলে 'মার্কি' অর্শদীপ সিংও তুলে নিতে চাইবে তারা। অন্যদিকে বিদেশি পেসারদের মধ্যে তাদের নিলামের সম্ভাব্য তালিকায় থাকতে পারে কাগিসো রাবাডা, জেরাল্ড কোয়েৎজে, মিচেল স্টার্ক, নবীন উল হকের নাম।

নতুন সমস্যায় পাকিস্তানের ক্রিকেট, নেপথ্যে আইপিএল, পাক বোর্ডের উপর ক্ষুব্ধ দলমালিকেরা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের খেলতে না যাওয়া নিয়ে এমনিতেই চাপে রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ বার নতুন সমস্যায় পড়ল তারা। এ ক্ষেত্রেও জড়িয়েছে ভারতের নাম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কারণে এ বার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা পড়েছে আইপিএলের সময়েই। তাতেই ক্ষুব্ধ পিএসএলের দলমালিকেরা। সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চে পিএসএল হয়। আর মার্চের শেষ থেকে মে পর্যন্ত চলে আইপিএল। পিএসএল খেলে অনেক বিদেশি ক্রিকেটারই আইপিএলে খেলতে আসেন। তবে দু'টি লিগ একই সময়ে চললে অর্থ এবং নজরে আসার জন্য বেশির ভাগই আইপিএলকে বেছে নেবে। ফলে পিএসএল নিয়ে উৎসাহ আরও কমবে। তাতেই খুশি নন দলমালিকেরা।

জানা গিয়েছে, পিএসএল ডিরেক্টর সলমন নাসির পাক বোর্ডকে চিঠি লিখে অবিলম্বে একটি বৈঠক আহ্বান করেছেন। নিজেদের দাবিদাওয়া সেখানেই বলতে চান তাঁরা। সংবাদ সংস্থাকে এক সূত্র বলেছেন, "যদি পিএসএল এবং আইপিএল একই সময়ে হয় তা হলে কোন বিদেশিরা পিএসএলে নিশ্চিত ভাবে খেলবেন সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে দলগুলির তরফে।"

কোহলিকে কিছু শেখানোর দরকার পড়ে না, বিরাট-প্রশ্নে জবাব বুমরার, কিউয়ি সিরিজ ভুলে গিয়েছে ভারত

অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট কোহলির রেকর্ড আকর্ষণীয়। তবে সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে তাঁকে নিয়ে চিন্তা রয়েছে। যে মাঠে আগে রান করেছেন সেখানে এ বার ব্যর্থ হবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের আগের দিন কোহলিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই জবাব দিলেন অধিনায়ক যশপ্রীত বুমরা। জানালেন, কোহলির মতো ক্রিকেটারকে নতুন করে কিছু শেখানোর দরকার নেই।

ম্যাচের আগের দিন বুমরা বলেছেন, "ব্যাটার কোহলিকে নিয়ে আমার কিছুই বলার নেই। ক্রিকেটের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ও। কোহলিকে বিশেষ কোনও পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই আমার। ও এমনিতেই পুরোদস্তুর পেশাদার। ও আমার কাছে একজন নেতা। ওর অধীনেই আমি প্রথম টেস্ট খেলেছি। ও জানে কী করছে। এখানে-সেখানে একটা-দুটো সিরিজ খারাপ যেতেই পারে। তবে এই মুহূর্তে ওর যা আত্মবিশ্বাস তাতে প্রস্তুতি নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। দলের হয়ে অবদান রাখতে মরিয়া। সেগুলো আমরা বুঝতেও পারছি। কিছু বলে ওর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছি না।"

ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে সিরিজ হার ভুলেই অস্ট্রেলিয়ায় নামতে চলেছে ভারত, জানিয়েছেন বুমরা। তাঁর কথায়, "জিতি বা হারি, শূন্য থেকেই শুরু করতে হয়। এটাই ক্রিকেটের সৌন্দর্য।

বিশ্বকাপ জেতার পরেও মনে হয়নি বাকি সিরিজগুলো অনায়াসে জিতব। আমি এ ভাবেই দেখি। সিরিজ ও ভাবে হেরে আমরা সবাই হতাশ। কিন্তু কাঁধে কোনও বোঝা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় আসিনি। তরতাজা মনোভাব নিয়ে আলাদা একটা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছি।"

রোহিত শর্মার বদলে প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন বুমরা। তিনি মনে করেন, এটা কোনও বাড়তি দায়িত্ব নয়। কারণ এই দায়িত্ব তিনি নিজে থেকেই নিতে ভালবাসেন। বুমরার কথায়, "অধিনায়কত্বকে স্রেফ একটা পদ হিসাবে দেখি না। ছোটবেলা থেকে কঠিন কাজ করতে পছন্দ করি। কোনও কাজ করার সময় পরিস্থিতি কঠিন হলে আমার কাছে সেটা আলাদা চ্যালেঞ্জ।"

আগরকরকে বড় দায়িত্বভার দিল বোর্ড

শুধু কোচ গৌতম গম্ভীর নন। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পারফরম্যান্সে উপর আরও দুজনের ভাগ্য নির্ভর করছে। একজন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অপরজন বিরাট কোহলি! বোর্ড সূত্রের খবর, নির্বাচনপ্রধান অজিত আগরকর বলে দেওয়া দেওয়া হয়েছে, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে হবে। কোচ গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে লালবলের ক্রিকেটে রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে।

অজিত আগরকর ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গিয়েছেন। ভারতীয় দলের অনুশীলনেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ পর্যন্ত নির্বাচকপ্রধান অস্ট্রেলিয়াতেই থাকবেন।

আগরকরকে বলে দেওয়া হয়েছে, গম্ভীরের সঙ্গে বসে লালবলের ক্রিকেটে ভারতের আগামী দিনের রোডম্যাপ কী হবে সেটা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে নিতে। নাম জানাতে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্তা বলছেন, "আগরকর এবং গম্ভীর দুজনেকেই শক্তিশালী ব্যাকআপ তৈরি করতে অন্তত এক-দেড় বছর সময় দিতে হবে। তাছাড়া ভারতীয় দলে পদ্ধতিগত কী কী বদল দরকার সেই নিয়ে ওদের একমত হওয়াটাও দরকার।"

বোর্ড সূত্র বলছে, গম্ভীর এবং আগরকর দুজনেই জানেন নিউজিল্যান্ড সফরের খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। সেটা হওয়াটা স্বাভাবিকও। দুজনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করুক, আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটে কী কী বদল দরকার। বোর্ডের ওই কর্তাই বলছেন, সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখনও ভারতীয় দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এবার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে এবং কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে হবে। বোর্ডের ওই কর্তা বলছেন, "এই ক্রিকেটাররা (রোহিত-বিরাট) এখনও দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কিন্তু একটা সময় তো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়।

তবে যা-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, সিনিয়রদের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হবে।" বোর্ডের ওই কর্তা বলছেন, "ওরা নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে কী ভাবছে সেটা ওদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। কারণ নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে। দুবছর বাদেই বিশ্বকাপ।"

কুচবিহার ট্রফি : ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ পিটিএজি-তে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কুচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। খেলা হবে নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। চারদিনের ম্যাচ। ২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর। এদিকে, ইনিংস সহ জয়ের কথাই ভাবছে পন্ডিচেরি। প্রতিপক্ষ অরুণাচল প্রদেশ। তবে প্রথম ইনিংসে অরুণাচল প্রদেশের সংগৃহীত ৩২৭ রানের স্কোর ইঙ্গিত দিচ্ছে ম্যাচটা হয়তো ড্র-তে নিষ্পত্তি হবে। পন্ডিচেরি কিন্তু প্রথম ইনিংসে ৬২৮ রানের বিশাল স্কোর গড়েছে।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে অরুণাচল প্রদেশ ২৮৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে ৯টি। ইনিংস পরাজয় এড়ানোর জন্য যথেষ্ট লড়ছে। তবে কতটুকু সফল হবে তা নির্ভর করছে পন্ডিচেরির বোলারদের উপর। গ্রুপ লীগের অন্য ম্যাচে কিন্তু ত্রিপুরা ইনিংস সহ ৬১ রানের ব্যবধানে চার দিনের ম্যাচে দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই সিকিমকে হারিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। অপর খেলায় মনিপুর সরাসরি জয়ের প্রহর গুনছে। প্রতিপক্ষ মিজোরাম এখনও ২৫২ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে ছয়টি।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নেতৃত্বে দুই জোরে বোলার, কপিল-ইমরানদের যুগ কি ফিরছে ক্রিকেটে ?

একজন জীবনে দ্বিতীয় বার টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসাবে নামছেন। আর একজনের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা বছর খানেক পেরিয়েছে। একজন প্রথম টেস্টেই হেরেছিলেন। আর একজন দলকে অধিনায়ক হিসাবে একের পর এক ট্রফি দিয়েছেন। সেখানে বিশ্বকাপ থেকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সবই রয়েছে। দু'জনের মধ্যে একটাই মিল। দু'জনেই জোরে বোলার এবং দেশের অধিনায়ক। এই আবহেই শুক্রবার টস করতে নামবেন যশপ্রীত বুমরা এবং প্যাট কামিন্স। অতীতে জাতীয় দলকে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন কপিলদেব, ইমরান খান, ইয়ান বথাম, বব উইলিস, শন পোলক, ওয়াসিম আক্রমেরা। গত এক দশকে এই ধারা কমেই গিয়েছিল। প্রায় প্রতিটি দেশেই অধিনায়ক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল দলের সেরা ব্যাটারকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেই ধারা ভেঙে ড্যারেন স্যামিকে অধিনায়ক করে। এর পর অস্ট্রেলিয়া দায়িত্ব দেয় কামিন্সকে। সম্প্রতি নিউ জিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন টিম সাউদি। প্রশ্ন উঠছে, কপিল, ইমরানের যুগের মতো আবার কি জোরে বোলারদের নেতৃত্ব দেওয়ার পর্ব ফিরে আসছে?

প্রশ্ন উঠতেই বেশ মজা পেলেন কামিন্স। বললেন, "দারুণ লাগছে ব্যাপারটা। এ রকম আরও হওয়া উচিত। গত বছর নিউ জিল্যান্ড সিরিজে সাউদিকে নেতৃত্ব দিতে দেখে ভাল লেগেছিল। খুব বেশি তো বদলের দরকার হয় না। জোরে বোলিংয়ের সমর্থক হিসাবে আমি চাইব আরও এ রকম ঘটনা ঘটুক।"

একই প্রশ্ন বুমরাকে করায় তিনি বললেন, "আমি তো বরাবরই জোরে বোলারদের অধিনায়ক হওয়ার পক্ষে বলেছি। ওরা কৌশলগত দিক থেকে অনেক নিখুঁত। প্যাট দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। অতীতেও অনেক উদাহরণ রয়েছে। কপিল দেব ছাড়াও বাকিরা হয়েছে। আশা করা যায় একটা নতুন প্রথা এ বার চালু হবে।"

অধিনায়ক হওয়া কি একটা বোঝা? কতটা দ্রুত মানিয়ে নেওয়া যায়? বুমরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আমি পারি। কারণ আমি জানি কখন নিজে তরতাজা রয়েছি। কখন নিজেকে আর একটু চাপ দিতে পারি বা কখন বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জ থাকে তো বটেই। তবে আমার অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধা হয়। বুঝতে পারি কখন উইকেট কেমন আচরণ করছে। কখন কী ভাবে বোলিং পরিবর্তন করতে হবে বুঝতে পারি।"

কামিন্স অবশ্য মেনে নিয়েছেন তাঁর মানিয়ে নিতে সময় লেগেছে। অসি অধিনায়কের কথায়, "হয়তো ১০টা টেস্ট লেগেছে পুরোপুরি স্বস্তি পেতে। তবে নিজেকে বিশেষ বদলাতে হয়নি। আমার অনুমানক্ষমতা আরও বেড়েছে। নতুন নতুন নেতৃত্বে আসার সবার প্রত্যেকে প্রচুর সাহায্য করেছে। কখনও একা লাগেনি আমার। আমি বেশির ভাগ সময় বাকিদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিই।"

প্রথম টেস্টের মাঝেই অস্ট্রেলিয়ায় রোহিত, দলের সঙ্গে কবে যোগ দিচ্ছেন ভারত অধিনায়ক

দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছে রোহিত শর্মার। সেই সময় স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলছেন না তিনি। শুক্রবার, ২২ নভেম্বর থেকে পার্থে শুরু প্রথম টেস্ট। রোহিত না থাকায় ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন যশপ্রীত বুমরা। প্রথম টেস্টে খেলতে না পারলেও সেই টেস্ট চলাকালীনই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন রোহিত। ২৪ নভেম্বর, রবিবার, দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন রোহিত। ক্রিকেট ওয়েবসাইট 'ক্রিকবাজ' এ কথা জানিয়েছে।

নিউ জিল্যান্ড সিরিজ শেষে রোহিত জানিয়েছিলেন, পার্থে প্রথম টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তার পরেই জানা যায়, দ্বিতীয় বার সন্তান হবে তাঁর। গত শুক্রবার সন্তান হয়েছে রোহিতের। তার পরে এই জল্পনাও শুরু হয়েছিল যে প্রথম টেস্টের আগেই হয়তো রোহিত অস্ট্রেলিয়া চলে যাবেন। কারণ, তখনও সাত দিন সময় ছিল। কিন্তু রোহিত যাননি। ৯ থেকে ১১ নভেম্বর তিন ধাপে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। বিরাট কোহলি অবশ্য স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে তার আগেই সেখানে চলে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছে ভারতীয় দল। নিজেদের মধ্যেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে তারা। শুধু রোহিত নন, প্রথম টেস্টে শুভমন গিলকেও পাবে না ভারত। তাঁর বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে চিড় ধরেছে। ফলে প্রথম টেস্টে লোকেশ রাহুলের ওপেন করার কথা। তিন নম্বরে সুযোগ পেতে পারেন দেবদত্ত পড়িক্কল। পেসার মহম্মদ শামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়া নিয়েও জল্পনা চলছে। সবে মাঠে ফিরেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সিরিজের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইনি পদক্ষেপের 'হুমকি'! বিরাট চাপে আইসিসি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইনি 'হুমকি' আইসিসিকে! সূত্রের খবর, টুর্নামেন্টের সূচি নিয়ে জলঘোলার মধ্যেই নাকি কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাকে। বলা হয়েছে, যদি সূচি মনোমত না হয় তাহলে আইনি সংঘাতের মধ্যে পড়তে হতে পারে আইসিসিকে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে আর ১০০ দিনও বাকি নেই। কিন্তু ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আয়োজক দেশ পাকিস্তানে গিয়ে তারা খেলবে না। ভারতের মতে, ক্রিকেট দলের উপর বড়সড় হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। পাকিস্তানের আমজনতা হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটারদের উষ্ণ আতিথেয়তা জানাবে, কিন্তু পাকভূমে রোহিত শর্মাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কা দলের উপরে হামলার উদাহরণও উল্লেখ করা হয়েছে বিসিসিআইয়ের তরফে।

অন্যদিকে নিজের অবস্থানে অনড় পাকিস্তানও। সেদেশের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সরানো হবে না। হাইব্রিড মডেলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে নারাজ পাকিস্তান। এহেন পরিস্থিতিতে আচমকা জল্পনা ছড়ায়, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করার জন্য পাক বোর্ডের সঙ্গে নাকি লাগাতার আলোচনা করছে আইসিসি। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দিনক্ষণ এবং সূচিও। চলতি সপ্তাহেই হয়তো সেই সূচি প্রকাশিত হবে।

তার পর থেকেই প্রশ্ন ওঠে, শেষ পর্যন্ত পুরো টুর্নামেন্ট কি পাকিস্তানেই হবে? নাকি হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে রাজি হবে পাক বোর্ড? হাইব্রিড মডেলে খেলা হলে পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করবে বলেও জল্পনা ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ক্রিকেট পাকিস্তান নামে এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, টুর্নামেন্টের সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলো আইসিসিকে নাকি 'হুমকি' দিয়েছে। তাদের দাবি, যেভাবেই হোক ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ রাখতেই হবে টুর্নামেন্টে। এই মেগাম্যাচ না হলেই আইসিসির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলো। সবমিলিয়ে, পাক বোর্ডের অনড় মনোভাবের পাশাপাশি সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলোর 'হুমকি' পেয়ে বেশ চাপে থাকবে আইসিসি।

নমো যুবা বাইক র‍্যালি পৌঁছলো আগরতলায়।

একই স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে পারবে না ব্যাটারি চালিত এবং পেট্রোল চালিত অটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: মহকুমা শাসকের তুঘলকি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরব সাব্রুমের অটো রিক্সা স্ট্যান্ডের অটো চালকরা। ব্যাটারি চালিত অটোগুলোকে পেট্রোল চালিত অটো স্ট্যান্ড- এ স্থান দিতে নারাজ অটো স্ট্যান্ডের নেতৃবৃন্দ। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন তারা।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও থানার ওসির উপস্থিতিতে সাব্রুমের মহাকুমা শাসক অটো স্ট্যান্ডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে নিজ কার্যালয়ে এক জরুরী বৈঠক করেন। বৈঠকে শেষে মহকুমা শাসক অটো চালকদের হাতে একটি আদেশের কপি ধরিয়ে দেন। তাতে উল্লেখ ছিল আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে সাব্রুম অটো স্ট্যান্ডে পারমিট বিহীন ব্যাটারি চালিত অটো রিক্সাগুলিও থাকবে এবং আজই স্ট্যান্ড থেকেই সকল অটো বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে।

মহকুমা শাসকের কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সাব্রুম অটো স্ট্যান্ড এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্যরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত উপস্থিত নেতৃত্বদের আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে এই আদেশ কার্যকর করা বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। এক্ষেত্রে সমস্ত রকম প্রশাসনিক সহযোগিতা করা হবে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, অটো স্ট্যান্ডের নেতৃত্বরা মহকুমা শাসক ও পুলিশ আধিকারিক সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সরজমিনে অটো স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখার অনুরোধ জানান। অটোচালক অজয় সিং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, অটো স্ট্যান্ডে পেট্রোল চালিত অটোর সংখ্যা প্রায় ৪০০ থেকে ৪৫০। বর্তমানে স্ট্যান্ডের যে জায়গা রয়েছে তাতে ব্যাটারী চালিত অটোগুলোকে জায়গা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অন্যদিকে ব্যাটারী চালিত অটো রিক্সা গুলিও এই স্ট্যান্ড থেকেই চলাচল করে তাহলে পেট্রোল চালিত অটো চালকদের ব্যবসার প্রচণ্ড ক্ষতি হবে।

অটো চালক দাবি, ব্যাটারি চালিত অটোগুলির কোন পারমিট না থাকা সত্ত্বেও যদি এই অটো স্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটে চলাচল করে তাহলে পেট্রোল চালিত অটো রিক্সা গুলিরও পারমিট ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে।

অটো চালকরা অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। তা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলেও জানিয়ে দেন।

অটোরিক্সা শ্রমিক উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত মানিক ভান্ডার অটোরিক্সা শ্রমিক উদ্যোগে শুক্রবার মানিক ভান্ডার অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘের অফিস প্রাঙ্গনে অটো শ্রমিকদের নিয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

মানিক ভান্ডার অটোরিক্সা শ্রমিক উদ্যোগে শুক্রবার রক্তদান শিবিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল, টি আর কে এস জেলা সভাপতি বিপ্লব দেববর্মা, বি এম এস জেলা সভাপতি অনরজিৎ দেববর্মা, অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘের কমলপুর মহকুমা সভাপতি নান্টু দেবনাথ, মানিক ভান্ডার অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘের সভাপতি রমাপদ দেব, সম্পাদক শিবুভূষন সরকার প্রমুখ। এদিন মোট ৩১ জন অটোরিক্সা শ্রমিক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, রক্তদান মহৎ দান। মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তের প্রয়োজন। রক্তের বিকল্প নেই। আজকের রক্তদান শিবির উৎসবে রূপ নিয়েছে। রাজ্যে রক্তের চাহিদা পূরণ হচ্ছে রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে। অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘের কমলপুর মহকুমা সভাপতি নান্টু দেবনাথ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আজ অটোরিক্সা শ্রমিকেরা উৎসাহিত হয়ে মোট ৩০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। আগামীদিনে আরো বড় অনুষ্ঠানে আমরা সামিল হব। এরজন্য ভারতীয় মজদুর সংঘের অনুমোদন রয়েছে।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প ও পরখ রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ নিয়ে

দক্ষিণ জেলায় দপ্তরের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: 'বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প' এবং 'পরখ রাষ্ট্রীয় সরবেক্ষণ' এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তথা সমগ্র শিক্ষার রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা এন সি শর্মা আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যালয় প্রধান এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে এক মুখোমুখি বৈঠকে মিলিত হন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বাদবাকি জেলায় পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি জেলাতেই অধিকর্তা নিজে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয় প্রধান এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে শিক্ষা ব্যাবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচনা করেন। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আয়োজিত এই বৈঠকে অধিকর্তার সাথে উপস্থিত ছিলেন সমগ্র শিক্ষার রাজ্য প্রকল্প যুগ্ম অধিকর্তা উৎপল চক্রবর্তী এবং বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের ও এস ডি প্রজিৎ সরকার।

উক্ত বৈঠকে মূলত যেসকল বিষয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প এবং পরখ রাষ্ট্রীয় সরবেক্ষণ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাস্থিত সমস্ত বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলোর প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং পাঁচজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে আজকের এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলোর উন্নতির স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ এবং সি বি এস ই বোর্ড দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিষদে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে এই মর্মে একে একে আলোচনা করা হয়।

পরবর্তীতে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপি আয়োজিত হতে যাওয়া পরখ রাষ্ট্রীয় সরবেক্ষণ নামক জাতীয় স্তরের সমীক্ষায় যাতে সমস্ত ছাত্র- ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যায় সেবিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধানরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে এই জাতীয় স্তরের সমীক্ষার সঠিক বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এর পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে সমগ্র শিক্ষার বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বিষয়। আলোচনায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে যাতে নিপুন মিশন, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, পি এম পোষণ ইত্যাদির যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন ঘটে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আজকের এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রায় ৫০০০ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে অধিকর্তার সরাসরি জেলা ভিত্তিক বৈঠক তথা সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন হল।

তেলিয়ামুড়া ব্লক আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের সহায়ক মূল্য প্রদান করা সহ সাত দফা দাবিতে সরব সিপিআইএম। আজ সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ব্লক আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।এদিন ডেপুটেশনের আগে এক বিশাল মিছিল করে তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির কার্যালয়ের সামনে হয় এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় জনগণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখেন।সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, প্রাক্তন বাম বিধায়ক মনিন্দ্র চন্দ্র দাস গৌরী দাস সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে সভা চলাকালীন ছয়জনের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া ব্লক আধিকারিক বিপ্লব আচার্জির নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়।আজকের ডেপুটেশনের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের সহায়ক মূল্য প্রদান করা, রেগার কাজ ২০০ দিনের করা এবং ৬০০ টাকা মজুরি প্রদান করা সহ আরও অনেক।প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল সিপিআইএম নেতৃত্ব সুভাষ নাথ গায়ত্রী দত্ত সুবীর সেন হিমান রায় অরুণ দেববর্মা ও শংকর দাস।

বাড়ি বাড়ি সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সারা ভারত কৃষক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে সারা ভারত কৃষক সভা। আজ ইন্দ্রনগর ও কৃষ্ণনগর এলাকায় এই অভিযানে যান সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর ও বামনেতা রতন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী সংযুক্ত কৃষাণ মোর্চা ও ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনকে সামনে রেখে পোস্টারিং ও লিফলেট বিলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ইন্দ্রনগর ও কৃষ্ণনগর এলাকায় সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বের হয়েছেন। অভিযানে প্রতিটি বাড়ি থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। কারণ, বিজেপি সরকারের শাসনে কৃষকরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংগঠন পর্ব কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভটাচার্য্য।

অসুস্থ গাড়ির চালকের পাশে দাঁড়াল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: এক অসহায় গাড়ির চালককে বহি:রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে পাশে দাঁড়ালো অন্যান্য চালকরা। ঘটনার জানা গিয়েছে, প্রায় আড়াই তিন বছর আগে বড়মুড়া এলাকায় একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন ট্রাক চালক বরুন সরকার। ওই দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে ড্রাইভার এসোসিয়েশনের নিকট সাহায্যের আর্জি জানান বরুন সরকার। সেই ডাকে সারা দিয়ে বরুন সাহার পাশে দাঁড়ায় অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। বহি:রাজ্য থেকে চিকিৎসা করিয়ে কৃত্রিম পা লাগানোর ব্যবস্থা করেন তাঁরা।

অবশেষে বহি:রাজ্যে চিকিৎসা শেষে আজ রাজ্যে ফিরেন বরুন সরকার। আগরতলা বিমানবন্দরে তাকে পুষ্প স্তবক দিয়ে স্বাগত জানান অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন।

এক অসহায় গাড়ি চালকের সহযোগিতায় এগিয়ে আসলো অন্য চালকরা। শুক্রবার আগরতলার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন কৃত্রিম পা লাগানো ড্রাইভার বরুণ সরকার। গত আড়াই বছর আগে বড়মুড়া এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন উষা বাজারের বরুণ সরকার। এই দুর্ঘটনায় বরুণ সরকারের পা কেটে গিয়েছিল। তার পর থেকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতেই ছিলেন তিনি। শেষপযন্ত ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাহায্যে বরুন সরকারকে বহি রাজ্যে চিকিৎসা করিয়ে কৃত্রিম পা লাগানোর ব্যবস্থা করে দেন।

নেশা বিরোধী অভিযানে মহিলাদের এগিয়ে আসার আহ্বান ঝর্ণার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: মহিলাদের জন্য সাংবিধানিক ও আইনি সুরক্ষা প্রদানে মহিলা কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। সালেমা এর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শুক্রবার এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সুরমা বিধানসভার সালেমা আর. ডি. ব্লকের কমিউনিটি হলে জাতীয় মহিলা কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের দ্বারা সংগঠিত ত্রিপুরায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীমতি ঝর্না দেববর্মার উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বলেন, নাবালিকা বিবাহে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করার জন্য আমাদের সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র আইনি সচেতনতা ও নাবালিকা কন্যাদের মা-বাবাদের এ বিষয়ে সচেতন করার মধ্য দিয়েই নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি মাদকের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন , মাদক সম্পর্কে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। মাদকের ভয়াবহতা আমাদের সমাজব্যবস্থাকে বিশেষ করে নারীদের জীবনকে বিষন্ন করে তুলছে। রাজ্য সরকার নেশা বিরোধী অভিযান সফল করার জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে মহিলাদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভ্যাট এর উদ্যোগে কল্যাণপুর ব্লকে শুরু ১০ দিনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ নভেম্বর: এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের সরকার সহ রাজ্য সরকার রকমারি উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার নানান প্রকারের প্রয়াস জারি রেখেছে। বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ব উদ্যোগী রয়েছে তাদের উদ্যোগকে বিকশিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন সময় নানান প্রকারের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। একই রকম উদ্যোগের অংশ রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে আজ থেকে কল্যাণপুর আরডি ব্লকে শুরু হয়েছে দশদিনের বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা।

খবর নিয়ে জানা গেছে ১০ দিনের এই কর্মশালায় ব্লক এলাকার শতাধিক উদ্যোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহ সরকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গুলো তুলে ধরা হবে। আজকের উদ্বোধনী পর্বে ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার পক্ষে মৃদুল পাল, সজল দেব ছাড়াও কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের টি আর এল এম এর পক্ষে দেবব্রত দেব সহ ডেভিড দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। গোটা বিষয় নিয়ে আয়োজকদের তরফ থেকে দাবি করা হয় শুধুমাত্র কল্যাণপুর না, এই সময়ের মধ্যে গোটা রাজ্য জুড়ে বিশেষ করে নানান ভাবে দক্ষতা বিষয়ের উন্নয়নকে সামনে রাখার পাশাপাশি সামাজিক এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রের বিকাশে সংস্থা কাজ করে চলেছে।

কল্যাণপুরের এই দশ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে সংস্থার তরফ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে এই প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেলে যারা প্রশিক্ষনার্থী আছেন ,তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল লাভ করবে। পাশাপাশি সংস্থার তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এই গোটা কর্মশালা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

মাস্টার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: শুক্রবার বীরচন্দ্র লাইব্রেরীতে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে মাস্টার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবির শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং সমাজকল্যাণ ও সামাজিক শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে মাস্টার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবির শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বীরচন্দ্র স্টেট লাইব্রেরিতে। এই প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ে বলতে গিয়ে এডিএম সজল বিশ্বাস বলেন, যুব সমাজ যারা নেশায় নিমজ্জিত আছে তাদেরকে নেশার কবল থেকে মুক্তি দিতে এই মাস্টার ট্রেইনাররা সাহায্য করবেন।

সমাজকে নেশা মুক্ত করতে তারা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাবেন। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে মোট ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। তাদের ভেতর রাজ্য পুলিশ, ডাক্তার সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা আছেন বলেও জানান সজল বাবু।

বিএসএফ এর ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এইচ আই ভি এবং এইডস এর বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বাইক র‍্যালির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ--এর ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এইচ আই ভি এবং এইডস রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান হিসেবে আজ আগরতলায় বাহিনীর এর উদ্যোগে এক বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সকালে আগরতলার লিচুবাগান এলাকার এলবার্ট এক্কা পার্কে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপুলিশের মহানির্দেশক শ্রী অমিতাভ রঞ্জন পতাকা নেড়ে বাইক র‍্যালির সুচনা করেন।

রাজ্যপুলিশ মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ স্তম্ভে শহীদ জওয়ানদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি শ্রী পিযুশ প্যাটেল পুরুষোত্তম দাস, সিআর পি এফ- এর আই জি- ডি এল গোলা এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। বাইক র‍্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিশালগড় মহকুমার গকুলনগরে বিএসএফ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে শেষ হয়। বাইক র‍্যালিতে তিন শতাধিক বিএসএফ জওয়ান, মহিলা বিএসএফ, সিআরপিএফ জওয়ান অংশ নেন।

পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন এব্যাপারে বিএসএফ এর ভুমিকার প্রশংসা করে বলেন, বিএসএফ দেশের সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি, অনুপ্রবেশ রোধ, পাচার রোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করছে। রাজ্য পুলিশও বিএসএফসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে নানা অপরাধমুলক কার্যকলাপ মোকাবেলা করছে। তিনি বলেন, ড্রাগস পাচার, মানব পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যের এক গুরুতর সমস্যা। তিনি বলেন, ড্রাগস উদ্ধার, বাজেয়াপ্ত করায় ত্রিপুরা সারা দেশে সামনের সারিতে থাকা এক রাজ্য। প্রতিবেশি মায়ানগর থেকে বাংলাদেশ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ড্রাগস পাচারে ত্রিপুরাকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। তা মোকাবেলা করা রাজ্য পুলিশের কাছে এক চ্যালেঞ্জ। রাজ্য পুলিশ বিএসএফ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৎপর রয়েছে। ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ ও মৌলবাদী শক্তির অনুপ্রবেশও এক বড় সমস্যা বলে তিনি উল্লেখ করেন।এইচ আই ভি - এইডস রোগের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেন তিনি।

এর আগে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই জি পীযুশ প্যাটেল পুরুষোত্তম দাস বলেন, আগামী ১লা,ডিসেম্বর বিএসএফ- এর ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে এই বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। র‍্যালি র মাধ্যমে রাজ্যে এইডস, এইচ আই ভি রোগের বিস্তার রোধে বার্তা দেওয়া অন্যতম লক্ষ্য।

মিথ্যা খবরের তীব্র নিন্দা জানান মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বেলা দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: ২১ নলচর মন্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তথা সিপাহীজেলা জেলার জেলা পরিষদের সদস্য বেলা দেবনাথের নেমে বেশ কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যম ও পত্র পত্রিকায় তাঁর নামে ভুয়া ও মিথ্যা খবর ছড়ানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সামাজিক মাধ্যমে একটি গাঁজা ক্ষেতের ছবি এডিট করে বেলা দেবনাথের ছবি সেই ক্ষেতের উপর লাগিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তকর খবর পরিবেশন করা হয়েছে। এই নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন লি আসলে কি সেই গাঁজাক্ষেত বেলা দেবনাথ এর ছিল কি না।জানা গিয়েছে পোয়ানবাড়ি এলাকাতে যে গাঁজা ক্ষেত রয়েছে, ওই গাঁজা ক্ষেতের মালিক আগরতলার একজন ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই মেলাঘর থানার পুলিশ সেই গাঁজা ক্ষেত কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে।গাঁজাক্ষেতগুলি যদি বেলা দেবনাথের হতো তাহলে প্রশাসন গাঁজা ধ্বংস করার পর এক সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিতেন। সূত্রের ভিত্তিতে বলা যায়, বেলা দেবনাথ গাঁজার সঙ্গে কোন অংশে জড়িত নয়। অনেকের মতে তাঁকে বদনাম করার জন্য এবং তাঁর রাজনীতি ক্যারিয়ার নষ্ট করতে একটা শ্রেণীর লোক মিথ্যা খবর ছড়িয়েছে।যাচাই-বাছাই ছাড়া একজন নেতৃর বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর পরিবেশন করা নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার নিন্দা জানিয়েছেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বেলা দেবনাথ। আগামী দিনে এ বিষয়ে তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং আইনের দারস্ত হবেন বলেও জানান তিনি।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর: সিএনজি এবং পিএনজি -র মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে এসইউসিআই। আজ সংগঠনের তরফ থেকে বটতলা এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এদিন সংস্থার এক সদস্য বলেন, রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সাথে সিএনজি এবং পিএনজি-র মূল্যবৃদ্ধিতেমানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের কাজ নেই। তার মধ্যে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষে জনগণকে একত্র হয়ে লড়াই করতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।